ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-223 ■ 24 May, 2025 ■ আগরতলা ২৪ মে, ২০২৫ ইং ■ ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টর সামিট

উন্নয়নের পথে নতুন দিগন্ত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। উত্তর-পূর্ব কেবল দিক নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লীর ভারত মণ্ডপমে 'রাইজিং নর্থ-ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫'-এর উদ্বোধন করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্ভাবনা, বিনিয়োগের সুযোগ এবং উন্নয়ন সম্ভাবনার দিক এভাবেই তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''এই সম্মেলন কেবল বিনিয়োগকারীদের সমাবেশ নয়, এটি উত্তর-পূর্বের সম্ভাবনার এক মহোৎসব।'' তিনি সাম্প্রতিক 'অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব'-এর কথা স্মরণ করে জানান, আজকের অনুষ্ঠানও সেই ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বায়ো-ইকোনমি, বাঁশ শিল্প, চা উৎপাদন, ইকো-ট্যুরিজম ও ক্রীড়া-দক্ষতা ক্ষেত্র নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। ''উত্তর-পূর্ব হলো আমাদের অষ্টলক্ষ্মীর সার, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলছে,'' মন্তব্য করেন তিনি। তিনি জানান, গত ১১ বছরে উত্তর-পূর্ব ভারতের চেহারাই বদলে গেছেকেবল পরিসংখ্যান নয়, বাস্তব মাটির উপর দাঁড়িয়েই এর উন্নয়ন প্রতিফলিত হচ্ছে। ৭০০-র বেশি সফরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন, যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১১,০০০ কিমি মহাসড়ক নির্মাণ, নতুন রেলপথ, দ্বিগুণ হওয়া বিমানবন্দর, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদীর উপর জলপথ উন্নয়ন, ১৬০০ কিমি দীর্ঘ গ্যাস গ্রিড এবং অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে।

তিনি বলেন, ''ভারত-আসিয়ান বাণিজ্য ১২৫ বিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে এবং আগামীতে তা ২০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর আশা। এই ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব হবে ভারত-আসিয়ান বাণিজ্যের গেটওয়ে।'' থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস-সহ আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে তিনি ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড ট্রাইলেটারাল হাইওয়ে এবং কলাদান মাল্টিমোডাল প্রোজেক্টের অগ্রগতির কথা জানান। এগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও মিজোরামের মধ্যে সংযোগ উন্নত করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গুয়াহাটি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় ১৫,৬৪৬ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে ।। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি ঘটেছে। রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫-এ ত্রিপুরা ১৫,৬৪৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে নয়াদিল্লিতে।

এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। তিনি বলেন, ''ত্রিপুরার দ্রুত উন্নয়ন ও রূপান্তরের পথে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সম্মেলনে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনাগুলি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। বিশেষ করে প্রযুক্তি, ৫জি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রতি আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ত্রিপুরা ইনভেস্টর প্যাভিলিয়ন সম্মেলনে একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ব্যবসায়ী ও শিল্প নেতাদের উতাহব্যঞ্জক সাড়া ছিল লক্ষ্যণীয়। এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে মোট ৩৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ১৫,৬৪৬ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস মিলেছে। ডা. সাহা বলেন, ''এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাত্তরে বিএসএফের অবদান বাংলাদেশের ভুলে যাওয়া উচিত নয় ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে ।। '১৯৭১ সালের যুদ্ধে বিএসএফ-এর সাহসিকতা ও অবদান ভারত কোনও দিন ভুলবে না এবং বাংলাদেশকেও তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়'। আজ নয়াদিল্লিতে বিএসএফ-এর অলঙ্করণ অনুষ্ঠান ও রুস্তমজি স্মারক বক্তৃতায় এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, পহেলগামে জঙ্গীদের বর্বরতা পরবর্তী অপারেশন সিঁদুর -র পর পাকিস্তানের পাশেই দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। আজ তাই বাংলাদেশকে ভারতের অবদান স্মরণ করিয়ে দেওয়া যথেষ্ট তাত্পর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

অমিত শাহ বলেন, ১৯৬৫ সালে সীমিত সম্পদ নিয়ে যাত্রা শুরু করা বিএসএফ আজ বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে সম্মানিত সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী হয়ে উঠেছে। কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে৪৫ ডিগ্রির বেশি উত্তাপ, কনকনে ঠান্ডা, গভীর জঙ্গল, দুর্গম পাহাড় ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিএসএফ জওয়ানদের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমই এই বাহিনীকে ভারতের 'প্রথম প্রতিরক্ষা পংক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর সীমান্ত রক্ষায় একটি বিশেষ বাহিনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার ফলে বিএসএফ গঠিত হয় এবং কে. এফ. রুস্তমজি এর প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান-আরোপিত যুদ্ধে বিএসএফ-এর জওয়ানরা অসাধারণ বীরত্ব দেখান এবং ভারতীয় সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রশংসার সুরে বলেন, বিএসএফ শুধু সীমান্ত নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অমিত শাহ বলেন, ''নির্বাচন, কোভিড, খেলাধুলা বা নকশালবিরোধী অভিযানসবক্ষেত্রেই বিএসএফ দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছে।''

অমিত শাহ বলেন, ''অপারেশন সিন্ধুর ভারতের রাজনৈতিক দৃঢ়তা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নিখুঁত তথ্য এবং সেনার প্রাণঘাতী ক্ষমতার প্রতীক।'' তিনি জানান, পহেলগামে ধর্ম জিজ্ঞাসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সরকারি পেনশনার্সদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। পেনশন বিক্রয় বাবদ যে অর্থ পেনশনার্সা পেয়ে থাকেন তা সমান মাসিক কিস্তিতে ১৫ বছরে অর্থাৎ ১৮০টি কিস্তিতে পুনরায় কেটে নেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের পেনশন প্রাপকরা পেনশন বিক্রয় করার ১২৮ মাস পর পূর্ণ পেনশন প্রাপ্তির সুযোগ পান। কিন্তু ১৮০টি মাসিক কিস্তি কাটার পর পেনশনার্সদের পূর্ণ পেনশন দেওয়ার ফলে তারা প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। তাই এবিষয়ে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার হস্তক্ষেপের দাবি করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সি.সি.এস. পেনশন রুলসও ত্রিপুরা☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাওবাদী প্রসঙ্গে কমিউনিস্টের সমালোচনায় বিপ্লব

রাজনৈতিক দল হিসাবে টিকে থাকার অধিকার নেই সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কমিউনিস্টদের চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রবিরোধী এবং দেশবিরোধী। দেশের মধ্যে কোনও জায়গা দেওয়া উচিত নয় তাঁদের। তাঁদের রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। আজ ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিধনে সিপিএম পলিটব্যুরোর বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর পলিটব্যুরো তরফে বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ছত্তিশগড়ে তাদের সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশভারও সহ ২৭ জন মাওবাদীর এনকাউন্টারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, মাওবাদীরা আলোচনার জন্য বারবার আবেদন করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবর্তে, তারা হত্যা ও ধ্বংসের অমানবিক নীতি অনুসরণ করছে।

আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিবৃতি এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যে আলোচনার প্রয়োজন নেই তা একটি ফ্যাসিবাদী মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে যা মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার আনন্দ উদযাপন করে এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

অনেক রাজনৈতিক দল এবং সচেতন নাগরিক সংলাপের অনুরোধ বিবেচনা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। মাওবাদীদের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমরা সরকারকে অবিলম্বে তাদের আলোচনার অনুরোধ গ্রহণ করার এবং সমস্ত আধাসামরিক অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

ছত্তিসগড়ে মাওবাদী শীর্ষ নেতা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজ সহ অন্য মাওবাদীদের নিহতের ঘটনায় সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর বিবৃতি ইস্যুতে তীব্র সমালোচনায় সরব হলেন

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এই বিবৃতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনক অগ্নিকান্ডে পুড়লো ৬ দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে নয়টি দোকান। ওই ঘটনায় উত্তর জেলার কদমতলার আমতলা বাজারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই ছয়টি দোকান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুনে জলতে দেখা যায় আমতলা বাজারের ছয়টি দোকান। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল অফিস ও কদমতলা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেল জি বি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। অল্পের জন্য রক্ষা পেল জিবি হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের কেজুয়ালিটি ব্লক। সেখানে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে বিকট শব্দে আগুনের ঝলকানিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠেন গুরুতর অসুস্থ রোগী ও তাঁদের পরিবার পরিজনরা। অথচ আধ ঘন্টা ধরে বিদ্যুৎ দপ্তর ও দমকল বাহিনীকে খবরই দেওয়া হয়নি, এমনটাই অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না বলে অভিযোগ। অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতালের ডেপুটি এম এসের সঙ্গে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা যোগাযোগ করেন। তিনি খবর পেয়ে তড়িঘরি ব্যবস্থা নেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিনের ঘটনায় হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদেরও চরম উদাসীনতা রোগীর পরিবার পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। আতঙ্কগ্রস্ত রোগীদের পরিবার-পরিজনরা চিকিৎসাধীন রোগীদের কেজুয়ালিটি ব্লক থেকে বের করে আনার চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই ঘটনার পর কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুবাজারে শিশুকন্যা হত্যার নয়া মোড়, আটক মা, গ্রেপ্তার ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। শিশুকন্যা খুনে নয়া মোড় নিল। গতকাল উজ্জশিখা ত্রিপুরার ভাইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাছাড়া, মৃতার মাকেও পুলিশ জোর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ মে সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার থানার অধীন কালাভেপা নলসিং সর্দার পাড়ার রহিম ত্রিপুরা মেয়ে উজ্জশিখা ত্রিপুরা (৯) আনুমানিক বিকাল ৪টা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। পরেরদিন অর্থাৎ ২২ মে সকালে বাড়ির পাশে রাবার বাগানে মৃত দেহ পাওয়া যায়। ওই ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাবাড়িতে চাপাতা বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধনে কৃষিমন্ত্রী

রাজ্যে চা শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাট্টায় জমি প্রদান করেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে রাজ্যের চা শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাট্টায় জমি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া রান্নার গ্যাস সংযোগ, বিনামূল্যে রেশনেরও সুবিধা পাচ্ছেন তারা। সমাজের একেবারে অন্তিম ব্যক্তির কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ দুর্গাবাড়ি চা বাগানে নতুন চা পাতা বিক্রয় কেন্দ্র এবং চা বাজারজাতকরণের নতুন প্যাকেটের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, চা উৎপাদন আমাদের দেশের একটি স্থায়ী শিল্প। ভারতবর্ষ বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক দেশ। ত্রিপুরা রাজ্যও চা উৎপাদনে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের ৫২টি চা বাগানে কর্মরত ১০,৪৩৮ জন চা শ্রমিক সরকারি বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত ৩, ৩৩৯টি চা শ্রমিক পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন বঞ্চনা ও হেনস্তার অভিযোগে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে ।। ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালকরা বিভিন্ন হেনস্থার অভিযোগ এনে বিক্ষোভে সামিল হল। শুক্রবার ১০২ এ্যাম্বুলেন্স চালকরা রাজধানীর ইন্দ্রনগরস্থিত আইটি ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১০২ এ্যাম্বুলেন্স চালকদের অভিযোগ, ৫ বছর পূর্বে তারা কেম নামক কোম্পানির অধীন কাজে যোগদান করে। পরবর্তী সময় তারা দেখতে পায় তাদের কাজ দেখাশুনা করছে জেবিএল নামক সংস্থা। প্রতিমাসে তাদের মূল বেতন থেকে ইপিএফ-এর নামে টাকা কেটে রাখা হয়। কিন্তু ৫ বছরে তারা কোন ইপিএফ পায়নি। চাকুরিতে যোগদানের সময় তাদের বলা হয়েছিল বছরে ১০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকালয়ে লজ্জাবতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই সুরজ আলীর বাড়ির দরজায় এসে পড়ে একটি লজ্জাবতী বানর। সাধারণত গভীর বনে দেখা মেলে এই বিরল প্রাণীটির। পরিবারটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়ের অফিস বন্ধ, ডেপুটেশন দিতে পারেনি বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে অবাক বাম নেতা-কর্মীরা। ১১:৩০ বাজলে ও দেখা নেই পঞ্চায়েত সচিব থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীদের। যার পরিপ্রেক্ষিতে একপ্রকার ক্ষুব্ধ হয়ে ডেপুটেশন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিপিআইএম কর্মীরা। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফোন করে একজন জিআরএসকে এনে হাতে ডেপুটেশনের কাগজ তুলে দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেতৃত্বরা। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার ভাটিবাড়ী পঞ্চায়েতে। শুক্রবার কমলাসাগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ভাটিবাড়ী পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

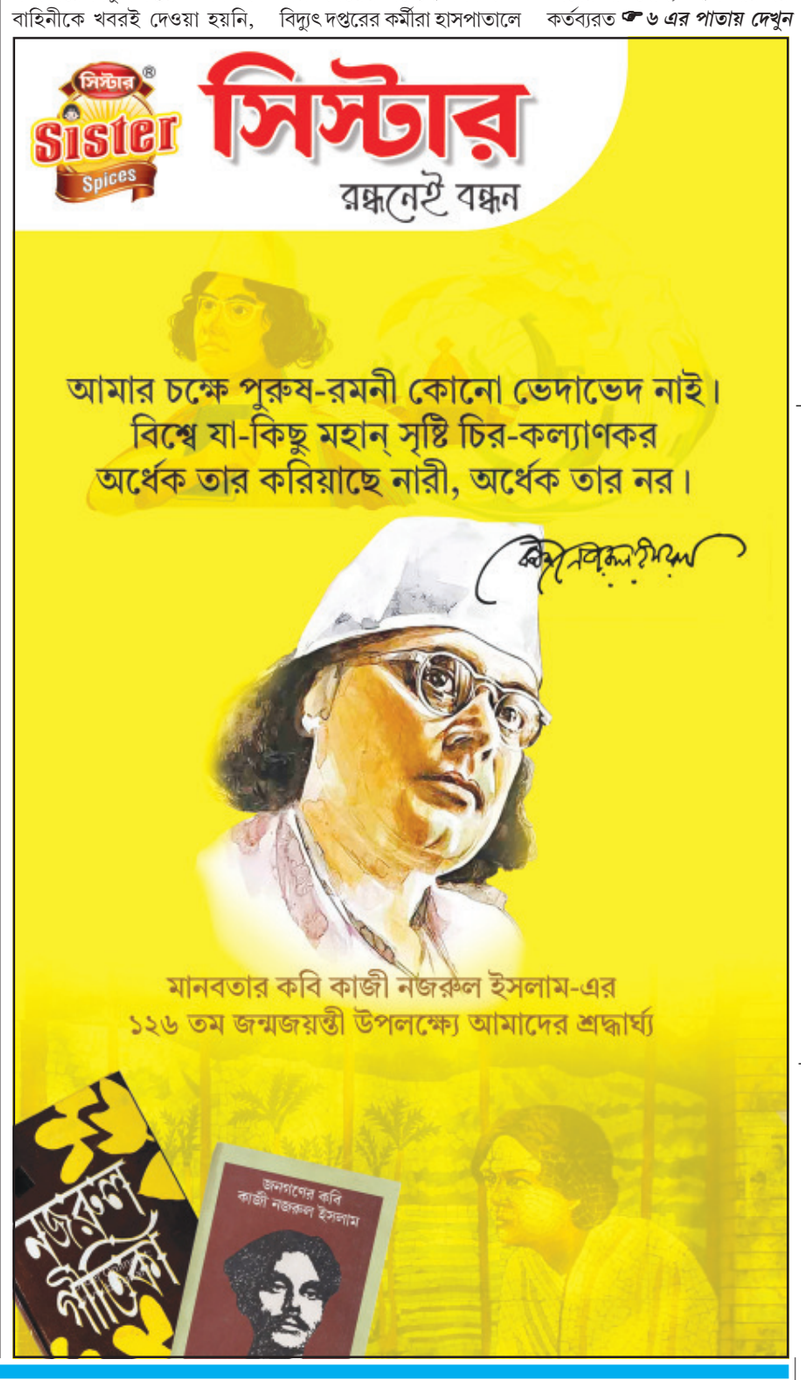

জাগরণ আগরতলা,২৪ মে, ২০২৫ ইং
৯ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে ইডি

সব সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ধ্বংস করা হইতেছে কেন্দ্র-রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। সুপ্রিম কোর্ট এভাবেই তুলোধোনা করিল অর্থমন্ত্রকের অধীন এই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে। তামিলনাড়ু সরকারের অধীন আবগারি রিটেলার সংস্থা টাসম্যাকের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের মামলায় ইডির তদন্তে স্থগিতাদেশও জারি করিয়াছে দেশের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এই নির্দেশকে স্বাগত জানাইয়াছে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। দলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য আর এস ভারতী বলেন, 'আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তাহার আগে তামিলনাড়ু সরকারের মর্যাদাক্ষুণ্ণ করিতে বিজেপির উদ্যোগ ধাক্কা খেল শীর্ষ আদালতের এই রায়ে।কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কাজে লাগাইতেছে মোদি সরকার তথা শাসকদল বিজেপিএই অভিযোগ নতুন নয়। সব বিরোধী শাসিত রাজ্যই এই নিয়ে সরব। সম্প্রতি একের পর এক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়িতে হইয়াছে ইডিকে। গত বছর আগস্টে এজেন্সিকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল শীর্ষ আদালত। বলিয়াছিল, 'গত ১০ বছরে আপনারা ৫ হাজার মামলা দায়ের করিয়াছেন। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে মাত্র ৪০টি ক্ষেত্রে। আপনারা বরং প্রমাণের গুণগত মানের দিকে মনোযোগ দিন।' চলতি বছরের জানুয়ারিতে অন্য একটি মামলায় আদালত বলিয়াছিল, 'ইডির উদ্দেশ্য হইল অভিযুক্তদের বিনা জামিনে জেলে ভরিয়া রাখা।' গত মার্চ মাসে সংসদে বিরোধীদের চাপের মুখে খোদ কেন্দ্রই স্বীকার করে, গত ১০ বছরে ১৯৩ জন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ইডি মামলা করিলেও দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন মাত্র দু'জন। তারপরও ইডির 'অতিসক্রিয়তা' কমেনি।

এজেন্সির অভিযোগ, তামিলনাড়ুতে মদ বিক্রির লাইসেন্স থেকে বোতল তৈরির বরাত সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম হইয়াছে। প্রায় এক হাজার কোটি টাকার হিসেব বহির্ভূত অর্থের হাতবদল হইয়াছে। আর এই অভিযোগেই গত ৬-৮ মার্চ টাসম্যাকের দপ্তরে ৬০ ঘণ্টা ধরিয়া তল্লাশি চালায় ইডি। তাহা নিয়া এদিন ইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছে প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ ম্যাসির বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির পদক্ষেপে সবুজ সঙ্কেত দিয়াছিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তামিলনাড়ু সরকার ও টাসম্যাক। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এদিন ইডির বক্তব্যও তলব করিয়াছে শীর্ষ আদালত।ওন গ্রীষ্মাবকাশের পর মামলার পরবর্তী শুনানি হইবে।

এদিন তামিলনাড়ু সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল ও অমিত আনন্দ তিওয়ারি বলেন, 'মদের দোকানের লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম নিয়া ২০১৪ সাল থেকে রাজ্য সরকারই ৪০টির বেশি এফআইআর করিয়াছে। কিন্তু ইডি আচমকাই সেই তদন্তে হস্তক্ষেপ করিয়া টাসম্যাকের সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায়। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে হেফাজতে নেয়। টাসম্যাক কোনও ব্যক্তি নয়, সরকারি সংস্থা। কোনও এফআইআরে টাসম্যাকের নাম নেই। তা সত্ত্বেও কীভাবে তল্লাশি চালানো হল?' ইডির বিরুদ্ধে সরকারি আধিকারিকদের ফোনের ক্লোন কপি করার অভিযোগও তোলা হয়।

সেই সওয়াল শোনার পরই দেশের প্রধান বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়েন ইডির আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে, টাসম্যাক সরকার চালিত একটি সংস্থা। সেখানে কীভাবে তল্লাশি চলে? এতে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো লঙ্ঘন করা হইতেছে।

গুয়াহাটিতে শুরু সিসিআরএএস জার্নালস এডিটরস অ্যান্ড রিভিউয়ার্স কনক্লেভ ২০২৫

নয়াদিল্লী, ২৩ মে : আজ গুয়াহাটির বশিষ্ঠ চারিয়ালিতে অবস্থিত অসম ওয়াটার সেন্টারে সিসিআরএএস জার্নালস এডিটরস অ্যান্ড রিভিউয়ার্স কনক্লেভ ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রনালয়ের নয়াদিল্লী সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস এর তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুয়াহাটি দুই দিনের জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

এই কনক্লেভে ভারত জুড়ে আয়ুষ পদ্ধতিতে গবেষণা প্রকাশনার সাথে জড়িত প্রধান সম্পাদক, সম্পাদক, সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য এবং পর্যালোচকদের একত্রিত করা হয়। দুই দিনব্যাপী কনক্লেভে পর্যালোচনা প্রক্রিয়া উন্নত করা, গবেষণার মান বৃদ্ধি করা, নীতিগত প্রকাশনা প্রচার করা এবং একাডেমিক প্রকাশনার নতুন প্রবণতা অন্বেষণের উপর আলোকপাত করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছেন: অধ্যাপক (ভিডি) রবিনারায়ণ আচার্য, ডিজি, সিসিআরএএস, ডাঃ বিএস প্রসাদ, সভাপতি, আয়ুর্বেদ বোর্ড, এনসিআইএসএম, অধ্যাপক ভূষণ পটবর্ধন, জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক, আয়ুষ এবং সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যাপক সঞ্জীব শর্মা, উপাচার্য, জাতীয় আয়ুর্বেদ ইনস্টিটিউট (এনআইএ), জয়পুর, সত্যজিৎ পাল, ডিডিজি, আয়ুষ মন্ত্রক, এবং ভিডি জয়ন্ত দেওপুজারি, চেয়ারম্যান, এনসিআইএসএম।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক (ভিডি) রবিনারায়ণ আচার্য আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং নীতিগত ও প্রভাবশালী গবেষণা প্রচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উচ্চমানের বিদ্বান-পর্যালোচিত প্রকাশনাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বব্যাপী একাডেমিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পাদকীয় অনুশীলনের ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল সিসিআরএএস-এর একটি অগ্রণী নতুন প্রকাশনা "অভিনব চিন্তামণি"-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা, যা আয়ুর্বেদে অত্যাধুনিক গবেষণা এবং চিন্তাভাবনাগুলো তুলে ধরেন। এই প্রকাশনাটি আয়ুষ খাতে ভবিষ্যতের গবেষণার কাজের জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১০টি রহস্যময় জায়গার কথা যেগুলোর ব্যাখ্যা আজও অধরা

বিশেষ প্রতিবেদন।। ১ স্টোনহেঞ্জ- পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলোর একটি স্টোনহেঞ্জ। ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ারে অবস্থিত জায়গাটি খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার সালের কাছাকাছি সময়ে নির্মিত। এই বিশাল পাথরের বৃত্তটি এখনো রহস্যের মোড়কে ঘেরা।

বিভিন্ন গবেষণায় স্টোনহেঞ্জ সম্পর্কে নানা ধারণার কথা উঠে এসেছে। অনেকেরই বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য স্থাপনাটি ব্যবহার করা হতো। অনেকে মনে করেন, এটি ছিল একটি সৌর ক্যালেন্ডার। আবার অনেকের মতে, স্টোনহেঞ্জ আসলে ছিল একটি আকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। কেউ কেউ মনে করেন, এটি একটি সমাধিক্ষেত্র। আবার অনেক গবেষক মনে করেন, ধর্মীয় কোনো স্থাপনার মতো এটিকে রাজনৈতিক স্থাপনা হিসেবেও বিবেচনা করা উচিত হবে। ২৫ টনের বেশি ওজনের পাথরগুলো প্রায় ২০০ মাইল দূর থেকে কীভাবে আনা হয়েছিল, সে রহস্য এখনো কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেনি। সূর্যোদয়ের দিক অনুসরণ করে এর পাথরগুলোর অবস্থান, যা এর রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বহু গবেষণার পরও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য আজও অজানা।

২ বারমুডা ট্রায়াঙ্গল- পৃথিবীর রহস্যময় জায়গাগুলোর অন্যতম বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। এটি মূলত আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে ত্রিভুজাকৃতির একটি বিশেষ অঞ্চল, যা 'ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল' নামেও পরিচিত। এর এক কোণে বারমুডা দ্বীপ আর অন্য দুই প্রান্তে মায়ামি বিচ ও পুয়ের্তে রিকোর সান হুয়ান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর পাঁচটি টিবিএম অ্যাভেঞ্জার উড়োজাহাজ ও একটি উদ্ধারকারী উড়োজাহাজ রহস্যজনকভাবে ওই এলাকায় উধাও হয়ে যায়। এর পর থেকেই শুরু হয় রহস্যের জাল বোনা। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কিছু জাহাজ ও উড়োজাহাজ সেখানে নিখোঁজ হয়েছে।বিস্তৃত এ অঞ্চল নিয়ে অসংখ্য তত্ত্ব ও কল্পকাহিনি প্রচলিত আছে। ব্যাপক গবেষণার পরও এর রহস্য উন্মোচিত হয়নি। অবাক করার বিষয় হলো, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে নিখোঁজ হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে পরিষ্কার আকাশ ও শান্ত সমুদ্রে, যা বিশেষজ্ঞদের হতবাক করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আজও এক অমীমাংসিত রহস্য।

৩ ইস্টার দ্বীপ- রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার দুনিয়ায় চিলির ইস্টার দ্বীপ আলোচিত নাম। ইস্টার দ্বীপে প্রায় এক হাজার দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। বিখ্যাত এসব মূর্তি 'মোয়াই' নামে পরিচিত। আগ্নেয় শিলায় খোদাই করা এই বিশাল আকৃতির মানব মূর্তিগুলো রাপা নুই জনগণের পূর্বপুরুষদের প্রতীক হিসেবে গড়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এই দ্বীপের আশপাশে সমুদ্রের নিচে অদ্ভুত সব প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপটি 'রাপা নুই' নামেও পরিচিত। সম্প্রতি দ্বীপটির আশপাশে সমুদ্রের নিচে অভিযান চালিয়ে ১৬০ প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শ্মিডিচ ওশান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, খোঁজ পাওয়া প্রাণীগুলোর মধ্যে প্রায় ৫০টিই অজানা। এখানে গভীরতম সালোকসংশ্লেষণনির্ভর প্রাণীরও খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রাণীটির নাম লেপ্টোসারিস বা বলি প্রবাল। উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানব বা বাথিফাইসা কনিফেরা উজ্জ্বল গভীর সমুদ্রের ড্রাগনফিশ নামের দুটো প্রাণীরও দেখা মিলেছে। ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ মিটার পানির নিচে একটি ডুবোপাহাড়ে এসব প্রাণীর বসবাস।

৪ নাসকা লাইন- দক্ষিণ পেরুর মরুভূমিতে বিশাল আঁকিবুঁকির মতো কিছু রেখাচিত্রকে বলা হয় নাসকা লাইন। আকাশ থেকে দেখলে বোঝা যায়, এগুলো আদতে বিভিন্ন প্রাণী, গাছপালা ও জ্যামিতিক আকারে তৈরি করা বিশালাকার নকশা।

এগুলো কেন তৈরি হয়েছিল, তা আজও পরিষ্কার নয়। কেউ বলেন, এগুলো ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ, আবার কেউ মনে করেন, এগুলো মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হতো। ১ হাজার ২০০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত এসব নকশা এতটাই নিখুঁত ও বিশাল যে তা আজও গবেষক ও পর্যটকদের হতবাক করে।সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, খরাপ্রবণ মরুভূমিতে কঠিন আবহওয়ার মধ্যেও হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই রেখাগুলো অক্ষত রয়েছে। রহস্যময় এই নকশাগুলো এখন বিশ্বের নানা প্রান্তের পর্যটক ও গবেষকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

৫ গিজার পিরামিড- মিসরের গিজার মহাপিরামিড প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এটির বেশির ভাগ আজও অক্ষত। ফারাও খুফুর সমাধি হিসেবে খ্রিষ্টপূর্ব ২ হাজার ৫৮০ থেকে ২ হাজার ৫৬০ সালের মধ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এর বিশাল কাঠামো যুগ যুগ ধরে মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছে।খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৬০ সালের দিকে ফারাও খুফুর শাসনকালে স্মারক সমাধি হিসেবে পিরামিডটি নির্মিত হয়। এ পিরামিড ১৪৬ মিটার উঁচু। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে আইফেল টাওয়ার নির্মিত হওয়ার আগপর্যন্ত এটিই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু অবকাঠামো।এই পিরামিডের নিখুঁত নির্মাণশৈলী ও বিশালতা আজও মানুষের মনে কৌতূহল জাগায়। এটি তৈরিতে কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা এখনো অপার বিস্ময়। গবেষকেরা এখনো এর গোপন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৬ ডেভিলস সি- জাপানের মিয়াকে দ্বীপের কাছে অবস্থিত ডেভিলস সি বা ড্রাগনস ট্রায়াঙ্গল। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মতোই এখানে রহস্যজনকভাবে অনেক জাহাজ ও উড়োজাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে।এ এলাকা ঘিরে অনেক লোককথা ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। জাপানিজ পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, এখানে এক ভয়ংকর ড্রাগন বাস করে, যার ক্ষুধা দূর করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই সে এখানে আসা জাহাজ ও মানুষ খেয়ে ফেলে। এখানে ডুবে যাওয়া একটি প্রাচীন সভ্যতার গল্পও শোনা যায়। ড্রাগনস ট্রায়াঙ্গলের পানির নিচে আছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। অনেকের মতে, আগ্নেয়গিরির কারণেই এখানে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।তবে অনেক অনুসন্ধানের পরেও এই সমুদ্রাঞ্চলের প্রকৃত রহস্য অধরাই থেকে গেছে। প্রকৃতি আর রহস্যময় ঘটনার অদ্ভুত মিশেলই এ জায়গাকে পৃথিবীর অন্যতম রহস্যঘেরা স্থানগুলোর একটি হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছে।

৭ হারানো নগরী আটলান্টিস- প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বর্ণনায় উঠে এসেছে একটি রহস্যময় সভ্যতার কথা, যার নাম আটলান্টিস। তাঁর মতে, এটি ছিল একটি শক্তিশালী ও উন্নত সমাজব্যবস্থা। ভয়াবহ দুর্যোগে নগরীটি সাগরে তলিয়ে গিয়েছিল। আটলান্টিস কোথায় ছিল, তা নিয়ে নানা তত্ত্ব রয়েছে। কেউ বলেন, এটি ছিল ভূমধ্যসাগরে, আবার কেউ বলেন, দক্ষিণ মেরুতে। তবে এত গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরেও এখনো এর কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ মেলেনি।

তবু এক হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি আর প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ আটলান্টিসের কল্পনা মানুষকে এখনো বিস্ময়ে মোহিত করে রাখে। ইতিহাসের সবচেয়ে রহস্যময় অধ্যায়গুলোর একটি হয়ে আছে এটি।

৮ সেইলিং স্টোন- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ডেথ ভ্যালিতে রয়েছে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যসেইলিং স্টোনস। বিশাল এই পাথরগুলো নিজে থেকেই মরুভূমির শুকনো মাটির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, পেছনে রেখে যায় লম্বা দাগ।

পাথরের এই অদ্ভুত চলাচলের কারণ নিয়ে বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত ছিলেন। কেউ বলেছিলেন, বরফ জমে, আবার কেউ বলেছিলেন, চুম্বকীয় টানের প্রভাবে পাথরগুলো নড়াচড়া করছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বরফ আর হালকা বাতাসের মিলিত প্রভাবে কিছু নির্দিষ্ট পরিবেশে পাথরগুলো আসলেই পিছলে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত পাথরের এগিয়ে চলার সুনির্দিষ্ট কারণ পুরোপুরি জানা যায়নি।মরুভূমির বুক চিরে এই পাথরগুলোর নীরব গতি যেন মাধ্যাকর্ষণকেই চ্যালেঞ্জ জানায়, আর দর্শকদের করে অবাক।

৯ মোয়াই মূর্তি- চিলির ইস্টার দ্বীপের মোয়াই মূর্তিগুলো শুধু আকার আর নৈপুণ্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, এগুলোর নির্মাণ ও পরিবহণের ইতিহাস নিয়ে রয়েছে ঢের রহস্য। আগ্নেয় শিলার তৈরি এই বিশালাকৃতির মূর্তিগুলোকে রাপা নুই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।তবে দ্বীপজুড়ে এত বড় মূর্তিগুলো কীভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। এই মূর্তিগুলোর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং রাপা নুই সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়েও চলছে গবেষণা। প্রতিটি মোয়াই যেন দ্বীপটির ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী।

১০ নরকের দরজা- তুর্কমেনিস্তানের দারভাজা নামের একটি এলাকায় রয়েছে বিশাল এক গর্ত। সেই গর্তে দিনরাত জ্বলে আগুন। 'দারভাজা গ্যাস ক্র্যাটার' নামের স্থানটি 'নরকের দরজা' নামে ব্যাপক পরিচিত। পর্যটকদের কাছে স্থানটি দারুণ জনপ্রিয়। জায়গাটি তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী থেকে প্রায় ২৬০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। গর্তটি ১৯০ ফুট প্রশস্ত ও ৭০ ফুট গভীর। এটি মূলত একটি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র। ১৯৭১ সালে এটি ধসে পড়ে তৈরি হয় এক বিশাল গর্ত। মিথেন গ্যাসের বিস্তার ঠেকাতে বিজ্ঞানীরা তখন গর্তটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। ধারণা করা হয়েছিল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আগুন নিভে যাবে। কিন্তু ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মরুভূমির মাঝখানে জ্বলছে সেই গর্ত।

রাতের আঁধারে জ্বলন্ত এই গর্ত যেন এক অগ্নিময় প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। এর রহস্যময় উৎপত্তি ও ভয়ংকর দৃশ্য এটিকে বিশ্বের অন্যতম অদ্ভুত স্থান হিসেবে পরিচিত করেছে। মানুষের হস্তক্ষেপ কীভাবে প্রকৃতিকে উল্টে দিতে পারে, তারই এক জীবন্ত প্রমাণ এই নরকের দরজা।

ইতিহাসের আলপথ ধরে পাহাড়ি চট্টগ্রাম

চিনের জিয়ান শহরে দুনিয়ার প্রাচীনতম চা---পাতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ২০১৬ সালে। কত প্রাচিন, তা আন্দাজ করতে পারেন? দুই হাজার ১০০ বছর! চায়ের ইতিহাস আসলে এমনই পুরোনো, হাজার বছরের। সেই হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের আলপথ ধরে চা এসে পৌঁছেছিল পাহাড়ে ঘেরা চট্টগ্রামে। এখন যেখানে চট্টগ্রাম ক্লাব, লালখান বাজার, টাইগার পাস কিংবা বাটালি হিলব্রিটিশ আমলে সেখানে ছিল ছায়াঘেরা পাহাড়। তখন ছিল না কোনো সুউচ্চ ভবন, যানজটের ভোগান্তি, উড়ালসড়ক। সেসব পাহাড়েই প্রথম চায়ের উৎপাদন শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের মধ্যে চট্টগ্রামেই প্রথম চা উৎপাদন শুরু হয়।

ইতিহাসের এসব খসড়া পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালে বাংলায় চা চাষবিষয়ক তৎকালীন কৃষি বিভাগের এক প্রতিবেদনে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওই বছরের ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম থেকে এ প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব ও আশপাশের পাহাড়ি এলাকার 'পাইওনিয়ার' বাগানের পাতা থেকে এ চা বানানো হতো। পরীক্ষামূলক এ বাগানে আবাদ শুরু হয় ১৮৪০ সালে। অর্থাৎ চারা রোপণের তিন বছরের মাথায় চা-গাছের পাতা থেকে চা তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে আসামে পরীক্ষামূলক প্রথম চা তৈরির ছয় বছরের মাথায় চট্টগ্রামের বাগান থেকে চা তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান ক্লাবটি ছিল পাইওনিয়ার বাগানের ব্যবস্থাপকের বাসা। তবে শহর বড় হতে থাকলে ধীরে ধীরে এ বাগান বিলুপ্ত হয়। চট্টগ্রামে শুরু হলেও চায়ের উৎপাদন এই অঞ্চলে থেমে থাকেনি। এরপর প্রসারিত হয়েছে সিলেট, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলায়। চায়ের সাম্রাজ্যে ব্রিটিশদের গল্প এখন লেখা হচ্ছে নতুনভাবে। কারণ, চায়ের বাজারের আধিপত্য এখন দেশীয় শিল্প গ্রুপের হাতে।

শুরুটা যেভাবে ১৮৪০ সালে তৎকালীন কালেক্টর স্কোনস আসাম থেকে চায়ের বীজ এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে তিনটি চায়না চারা সংগ্রহ করেন। এসব চারা ও বীজ পাইওনিয়ার বাগানে রোপণ করা হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান বাংলাদেশ অংশে প্রথম চা চাষের শুরুটা এ বাগান দিয়েই।

চট্টগ্রাম ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত এ বাগানে চা উৎপাদিত হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে ১৮৭২ সালে পাইওনিয়ার বাগানের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, সে বছর ৬ হাজার ৪০০ পাউন্ড (২ হাজার ৮৮০ কেজি) চা তৈরি হয়। সে সময় বাগানটির ১০ একরে পরিপক্ব চা-গাছ এবং তিন একরে অপরিপক্ব চা-গাছ ছিল। সব মিলিয়ে ওই বছর চট্টগ্রামে ১৩টি বাগানে ১ লাখ ৯৮ হাজার পাউন্ড চা তৈরি হয়। তবে একসময় নগরায়ণের ফলে বাগান এলাকার চেহারা বদলে যায়। হারিয়ে যায় পাহাড়ের ভাঁজে থাকা চা—গাছের সারি। থেমে যায় শ্রমিকের কর্মব্যস্ততা।

চট্টগ্রামে প্রথম চাষ শুরু হলেও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয় সিলেটে। আবার চা চাষের সম্প্রসারণও হয়েছে সেখানে। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ সালে সিলেটে মালিনীছড়া বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, সিলেট'-এ বলা হয়, সিলেটের মালিনীছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়

সুজয় চৌধুরী

১৮৫৭ সালে। বর্তমানে দেশে ১৬৭টি চা-বাগানের ১৩৫টিই বৃহত্তর সিলেটে। চট্টগ্রামে বাগান রয়েছে ২১টি। চা সম্প্রসারণের তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার সমতল এলাকাও।

চাটগাঁর চায়ের সুনাম...

সালটা ১৯১৬। সে বছর জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলেন। সেই চায়ের আয়োজনে মোহিত হয়েছিলেন কবিগুরু।

সেরা চায়ের খোঁজেই কবিগুরু সেই চা-চক্রের প্রসঙ্গ টানা হলো। জাপানি চায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল অনেক আগেই। গুণে---মানে জাপানি চায়ের সুনাম ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের চা-ও কম যায় না। ১৮৭৩ সালে চট্টগ্রামের কৃষি বিভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, পাইওনিয়ার বাগানের চায়ের নমুনা ১৮৬১ সালে লন্ডনে পাঠানো হয়। পরে লন্ডনের মেসার্স টুইনিং অ্যান্ড কোম্পানি ওই নমুনা পরীক্ষা করে 'এ ওয়ান' ক্যাটাগরি, অর্থাৎ খুবই ভালো বলে উল্লেখ করে। ১৮৬১ সালের ১ জুলাই দেওয়া ওই সনদে চায়ের চমৎকার স্বাদ ও পানীয়ের রং উজ্জ্বল বলে উল্লেখ করা হয়।

অবশ্য শুরুতে চট্টগ্রামে চা চাষ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম বলে চা চাষ সম্প্রসারণেও শঙ্কা ছিল। অবহেলার কারণে অনেক চা-বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভেস্তে যায়। এরপরও চট্টগ্রামের উৎপাদিত চায়ের মান স্বীকৃতি দিয়েছিল বিশ্বখ্যাত চা কোম্পানি টুইনিং। এখানেই শেষ নয়। এ স্বীকৃতির ১৬০ বছর পর আবারও স্বীকৃতি মিলেছে চট্টগ্রামের চায়ের। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ নিলাম মৌসুমে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ব্র্যাকের কৈয়াছড়া ডলু বাগানের চা দেশের বাগানগুলোর মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ এ বাগানের চায়ের গড় মান ভালো। একরপ্রতি সর্বোচ্চ ফলনেও বছর তিনেক আগে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ফটিকছড়ির হালদা ভ্যালি চা—বাগান। ২০১৭ সালে হালদা ভ্যালিতে হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ৭১৭ কেজি। সে সময় দেশের অন্য চা-বাগানে গড় উৎপাদন ছিল হেক্টরপ্রতি ১ হাজার ৪৭৭ কেজি। এ জন্য সব বাগানকে পেছনে ফেলে চা উৎপাদনে 'সেরা পুরস্কার' পেয়েছিল বাগানটি।

দেশীয়দের আধিপত্য

চায়ের বাজার একসময় ছিল ব্রিটিশদের হাতে। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। দুই দশকে ব্রিটিশ কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগান ইজারা নিয়ে বিনিয়োগ করেছে দেশীয় শিল্প গ্রুপগুলো। তালিকায় ১৮টি শিল্প গ্রুপের নাম রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাগানের সংস্কার যেমন করেছে, তেমনি আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনেও বিনিয়োগ করেছে। এতেই মিলেছে সাফল্য। চা বোর্ডও দুই দশকে নতুন নতুন প্রকল্প নিয়েছে। চা চাষের আওতা বাড়াতে তদারকি বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্র চাষি ও নতুন উদ্যোক্তাদের চা চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে দেড়শ বছরের বেশি সময় ধরে চা উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু সিলেট-চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে চা চাষের বিস্তার ঘটেছে উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য জেলায়। চা উৎপাদনের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দুই দশক আগে ২০০০ সালে স্টারলিং কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলোর হাত ধরে উৎপাদিত হয় মোট উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ চা। গত বছর তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯ শতাংশ। আর ধারাবাহিকভাবে বেড়ে দেশীয় কোম্পানিগুলোর হাতে এখন উৎপাদিত হচ্ছে ৮১ শতাংশ চা। দুই দশক আগে এই পরিবর্তন শুরু হলেও তাতে গতি পায় যুক্তরাজ্যের জেমস ফিনলে লিমিটেডের চা-বাগান হস্তান্তরের ঘটনার পর। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত সোয়ার গ্রুপ ফিনলে লিমিটেডকে অধিগ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশের ব্যবসায় মুনাফা না দেখে ২০০৫ সালে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০০৬ সালের মার্চে ব্রিটিশ এই কোম্পানির হাতে থাকা ৩৯ হাজার ১১২ একর বাগানের সব শেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে কিনে নেয় ছয়টি গ্রুপ ও দুই ব্যক্তি। ছয়টি গ্রুপ হলো ইস্পাহানি, উত্তরা গ্রুপ (উত্তরা মোটরস), পেডরোলো, ইস্টকোস্ট, এবিসি গ্রুপ এবং এমজিএইচ গ্রুপ। এর মধ্যে শেষ তিনটি প্রথমবার এই খাতে বিনিয়োগ করেছে। ফিনলে ছাড়াও গত দুই দশকে চা-বাগান ইজারা নিয়ে যুক্ত হয়েছে এ কে খান, আকিজ, স্কয়ার, সিটি, টিকে, ওরিয়ন, কাজী অ্যান্ড কাজী (জেমকন), ইউনাইটেড গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপ এবং প্যারাগন গ্রুপের মতো শিল্প গ্রুপ। বৈশ্বিক পারফিউম ব্র্যান্ড আল হারামাইন পারফিউমস গ্রুপ, পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান হা-মীম ও ভিয়েলাটেক্স গ্রুপও আছে এই তালিকায়। এ ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ব্র্যাক'ও বিনিয়োগ করেছে চা খাতে। চা বোর্ড জানাচ্ছে, চা উৎপাদনের ভরা মৌসুম ধরা হয় জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসকে। এ সময় প্রতি মাসে এক কোটি কেজির বেশি চা উৎপাদিত হয়। ২০১৮ সালে দেশে চা উৎপাদন হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ কেজি, ২০১৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লাখ কেজি, ২০২০ সালে ৮ কোটি ৬৩ লাখ কেজি, ২০২১ সালে ৯ কোটি ৩৮ লাখ এবং গত বছর উৎপাদন হয় ৯ কোটি ৩৮ লাখ কেজি চা। হালদা ভ্যালির সাফল্য চট্টগ্রামে চায়ের কথা এলেই হালদা ভ্যালির নাম সবার ওপরে থাকে। ফটিকছড়ি উপজেলার শেষ প্রান্তে নারায়ণহাট ইউনিয়নে এ বাগান অবস্থিত। চায়ের ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া শতবর্ষী এই বাগানের সাফল্যের কথা এখন সবার মুখে মুখে। ইতিমধ্যে চা উৎপাদনে সেরা পুরস্কার পেয়েছে তারা। ২০০৩ সালে এক বন্ধুর পরামর্শে হালদা ভ্যালি ইজারা নেন জলের পাম্প বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান পেডরোলো এনকে লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাদের খান। বাগানটি ১৯০৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ছয়টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাত ঘুরে সবশেষে আসে পেডরোলো গ্রুপের হাতে। তাঁদের নানা পদক্ষেপে এই বাগানের চেহারা পাল্টে গেছে। প্রথম বছর চা চাষের উপযোগী করে তোলা হয় ১২ একর জায়গা। তাতে রোপণ করা হয় সাড়ে ৭২ হাজার চারাগাছ। তবে পানির অভাবে এক বছরের মাথায় মারা যায় অর্ধেক চা-গাছ। গাছ বাঁচাতে হাসপাতালে ব্যবহৃত স্যালাইনের প্যাকেটে পানি ভরে প্রতিটি গাছের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই থাইল্যান্ডে একটি ফলের বাগানে সেচব্যবস্থা অনুসরণ করে ২০০৭ সালে হালদা ভ্যালিতে চালু হয় স্থায়ী সেচব্যবস্থা। এরপরই বাড়তে থাকে উৎপাদন। বাড়তে থাকে চায়ের মান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টাকারজলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও এটিজিডিএ এর উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবিরে ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে কমিশনের পক্ষ থেকে ১৮টি নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে ভোটারদের সঙ্গে যুক্ত যে বিষয়গুলি রয়েছে তারমধ্যে রয়েছে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সর্বাধিক ১ হাজার ২০০ জন ভোটার থাকতে পারবেন। অতিরিক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র উঁচু জায়গা। কলোনীতে করতে হবে। ভোটার তালিকা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে আর.জি.আই, ডাটাবেস থেকে সরাসরি ভোটারের মৃত্যুর বিষয়টি নথিভুক্ত করতে হবে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার পর এ বিষয়ে ভোটার তালিকা আপডেট করতে হবে। ভোটারদের যাতে আরও বেশি সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ভোটারের ক্রমিক নম্বর এবং পার্ট নম্বর বিশেষভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে সি.ই.ও. ডি.ই.ও. / ই.আর.ও. পর্যায়ে সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪,৭১৯টি বৈঠক হয়েছে। এরমধ্যে সি.ই.ও. পর্যায়ে ৪০টি, ডি.ই.ও. পর্যায়ে ৮০০টি এবং ই.আর.ও. পর্যায়ে ৩,৮৭৯টি বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকগুলিতে ২৮ হাজারের বেশি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন জাতীয় এবং রাজ্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করছে। এখন পর্যন্ত বি.জে.পি, আপ, বি.এস.পি, সি.পি.আই (এম), এন.পি.পি-র সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। আই. আই. আই.ডি.ই.এম-এ রাজনৈতিক দলগুলির বুথলেভেল এজেন্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে (বিহার, তামিলনাড়ু এবং পন্ডিচেরি)। সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ একটি জায়গায় (একক অ্যাপ ৪০ অ্যাপ পরিবর্তন করবে) যাতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন সুসংহত ড্যাশবোর্ড ইসি.আই.এন.ই.টি.-র সূচনা করা হয়েছে। ডুপ্লিকেট এপিক নম্বরের বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। এর সমাধান হিসেবে ইউনিক এপিক নম্বরের বিষয়ে নতুন মেকানিজম আনা হয়েছে।

আইনগত দিক দিয়ে কমিশন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তারমধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকা তৈরি এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ২৮টি পক্ষ যুক্ত থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০, ১৯৫১, রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টরস রুলস ১৯৬০, কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১ এবং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে যে ২৮টি পক্ষকে চিহ্নিত করা হয়েছে এরমধ্যে রয়েছে ভোটার, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক, রাজনৈতিক দলগুলি, প্রার্থী এবং অন্যান্যরা। বিভিন্ন আইন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে প্রত্যেক পক্ষকেই বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে কমিশন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তারমধ্যে রয়েছে বি.এল.ও.-দের উপযুক্তমানের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। এছাড়া নয়াদিল্লির আই, আই, আই.ডি.ইএম-এ এই কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে ৩ হাজারেরও বেশি বুথলেভেল সুপারভাইজরদের এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক বছরে ১ লক্ষেরও বেশি বি.এল.ও. সুপারভাইজরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিসের এস.এম.এন.ও. এবং এম.এন.ও.-দের আইআইআই.ডি.ইএম-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সংস্থাতেই বিহারের পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্সের প্রচলন, ই-অফিস চালু করা, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করা ইত্যাদি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে কমিশনের নেওয়া এই পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হবে : প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : নবীন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করতে নবায়নযোগ্য শক্তিক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এগারো বছরে উত্তর-পূর্ব ভারত অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। নয়াদিল্লিতে 'রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫'-এ 'সবুজ উত্তর-পূর্ব: সশক্ত ভারতের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির অগ্রগতি' শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, উত্তর-পূর্ব ভারতে বিপুল পরিমাণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১২৯ গিগাওয়াটেরও বেশি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাবনা এবং ১৮ গিগাওয়াটেরও বেশি পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পের সম্ভাবনা। এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা এবং কৌশলগত আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অবস্থান মিলে এই অঞ্চলকে ভারতের সবুজ প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের "অষ্টলক্ষ্মী" হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "উত্তর-পূর্বের প্রাকৃতিক সম্পদকে সবুজ শক্তির মাধ্যমে সম্পদে রূপান্তরিত করে আমরা কার্যত প্রতিটি রাজ্যকে পরিচ্ছন্ন শক্তির লক্ষ্মীতে পরিণত করছি, যা ভারতের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।" তিনি আরও বলেন, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান গ্রিড' উদ্যোগের আওতায় আগামী দিনে ভারতের গ্রিড স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শ্রী যোশী জানান, বিনিয়োগকারীদের সাম্প্রতিক বৈঠকগুলিতে ভারতের প্রধান 'বহুমুখী শিল্প গোষ্ঠীগুলি' উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনার প্রতি উল্লেখযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মোট ১১৫টি সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মোট মূল্য ৩৮,৮৫৬ কোটি টাকা।

তিনি সাম্প্রতিক বিভিন্ন বেসরকারি বিনিয়োগের কথা তুলে ধরেন, যা উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং উন্নয়ন নিয়ে আসবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে নবীন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রক বার্ষিক প্রকল্প বাজেটের ১০ শতাংশ শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করেছে। এই নির্ধারিত বরাদ্দ ছাড়াও, মন্ত্রক বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করতে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে "পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা"র আওতায় ১০ শতাংশ বেশি কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা (সিএফএ), এবং পিএম-কুসুম প্রকল্পের বি. এবং সি. উপাদানের জন্য ২০ শতাংশ বেশি সিএফএ।

শ্রী যোশী জানান, মিজোরামের চামফাই জেলায় ২০ মেগাওয়াটের একটি সোলার পার্ক সফলভাবে চালু হয়েছে, যা এই অঞ্চলের প্রকল্প-প্রস্তুতির প্রমাণ। তিনি আরও জানান, আসামে একটি ২৫ মেগাওয়াটের সবুজ হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে, যেখানে ভারতের প্রথম বিশুদ্ধ সবুজ হাইড্রোজেন প্ল্যান্টও রয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, এই অঞ্চলে 'সূর্যমিত্র', 'বরুণমিত্র' ও 'জল উর্জামিত্র'-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে ২০০০-র বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতের বিদ্যুতের রফতানি-কেন্দ্র হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ভুটানের সান্নিধ্য এই অঞ্চলকে সীমান্তবর্তী বিদ্যুৎ বাণিজ্যের আদর্শ স্থানে পরিণত করেছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে কার্বন নিরপেক্ষতা ও সবুজ সার্টিফিকেশনের প্রতি ঝোঁক ক্রমবর্ধমান, এবং নবায়নযোগ্য শক্তি বিনিয়োগের ফলে এই অঞ্চল ও দেশকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম-এর মতো আন্তর্জাতিক মান পূরণে সক্ষম করে তুলবে।

ভাষণের সমাপ্তিতে শ্রী যোশী শিল্প-নেতৃবৃন্দ ও উদ্ভাবকদের 'লুক ইস্ট' নীতির আহ্বান জানান এবং উত্তর-পূর্বের রূপান্তরে অংশ নিতে ও এই অঞ্চলের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে বলেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের জন্য সিঙ্গল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, মূলধনী ভর্তুকি ও নিবেদিত সৌর পার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন। মন্ত্রী বলেন, "এখনই বিনিয়োগের সঠিক সময়। আর তা শুধু লাভের জন্য নয়, প্রভাবের জন্য, পরিচ্ছন্ন আগামী ও আত্মনির্ভর ভারতের জন্য।"

সিকিমে সহযোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে শহিদ তরুণ সেনা অফিসার

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অপারেশন চলাকালীন সহযোদ্ধাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে শহিদ হলেন ভারতীয় সেনার সাহসী তরুণ অফিসার লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি। তিনি ভারতীয় সেনার সিকিম স্কাউটস রেজিমেন্ট-এর সদস্য ছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার উত্তর সিকিমে। শহিদের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর এবং মাত্র ছয় মাস আগেই ২০২৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি কমিশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি একটি কৌশলগত অপারেটিং বেসের (পোস্ট) দিকে রুট ওপেনিং প্যাট্রোল দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সকাল ১১টা নাগাদ একটি কাঠের সাঁকো পার হওয়ার সময় তাঁর দলের সদস্য ও অগ্নিবীর স্টিফেন সুব্বা পা পিছলে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে থাকেন।

এক মুহূর্ত দেরি না করে, সাহস, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বগুণের অনন্য নজির রাখেন লেফটেন্যান্ট তিওয়ারি। বিপদে পড়া সহযোদ্ধাকে বাঁচাতে তিনি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েন সেই পাহাড়ি স্রোতে। সঙ্গে সঙ্গে আরেক জওয়ান নায়েক পুকার কাটেল ও সহায়তায় এগিয়ে আসেন। দু'জনের প্রচেষ্টায় অগ্নিবীর সুব্বাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ততক্ষণে তীব্র স্রোত লেফটেন্যান্ট তিওয়ারিকে টেনে নিয়ে যায়। সবাই যখন উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন তখন সকাল ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয় প্যাট্রোল এলাকা থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দূরত্বে।

সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারির আত্মত্যাগ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুল্যবোধ, নিঃস্বার্থ সেবা, সততা, নেতৃত্ব এবং অফিসার ও জওয়ানের অটুট বন্ধনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি সামরিক নৈতিকতা ও সাহসিকতার সর্বোচ্চ আদর্শ রক্ষা করে গেলেন। তাঁর পেছনে রয়েছেন শোকাহত পিতা-মাতা ও এক বোন। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। পূর্বাঞ্চল কমান্ডের জিওসি-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি এক শোকবার্তায় বলেন, উত্তর সিকিমে এইচএএ অঞ্চলে প্যাট্রোলিংয়ে জলে ভেসে যাওয়া সহযোদ্ধাকে উদ্ধার করতে গিয়ে লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি যে চরম আত্মবলিদানের নজির রাখলেন, তা সেনাবাহিনীর গর্বের বিষয়। তাঁর সাহসিকতা ভবিষ্যতের অসংখ্য সেনাকে অনুপ্রাণিত করবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Dt. 16-05-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item-rate e-tender in single bid two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 09/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	23,95,375.00	47,908.00	90 (Ninety) days
2.	DNIeT No: 10/B/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	22,48,352.00	44,967.00	90 (Ninety) days
3.	DNIeT No: 11/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,25,819.00	48,516.00	120 (One Hundred Twenty) days
4.	DNIeT No: 12/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,25,839.00	48,517.00	90 (Ninety) days
5.	DNIeT No: 13/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,25,027.00	48,501.00	120 (One Hundred Twenty) days
6.	DNIeT No: 14/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,21,381.00	48,428.00	90 (Ninety) days
7.	DNIeT No: 15/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	10,69,831.00	21,397.00	60 (Sixty) days
8.	DNIeT No: 74/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 (2nd Call)	24,10,358.00	48,207.00	60 (Sixty) days

Date of publishing of bid: 19-05-2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 09-06-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 09-06-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/699/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

NOTICE INVITING e-
TENDER NO- 06/EE/KD/2025-26 Dated :- 16-05-2025

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	06/EE/KD/2025-26	₹ 15,50,028.00	₹ 31,001.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00	Up to 3.00 P.M. on 06-06-2025	At 4.00 P.M. on 06-06-2025	https://tripuratenders.gov.in
2	07/EE/KD/2025-26	₹ 22,10,425.00	₹ 44,209.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
3	08/EE/KD/2025-26	₹ 23,47,344.00	₹ 46,947.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
4	09/EE/KD/2025-26	₹ 20,87,735.00	₹ 41,755.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
5	10/EE/KD/2025-26	₹ 21,63,262.00	₹ 43,265.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
6	11/EE/KD/2025-26	₹ 21,68,338.00	₹ 43,367.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
7	12/EE/KD/2025-26	₹ 18,37,038.00	₹ 36,741.00	120 (One Hundred twenty) days	₹ 1,000.00			
8	13/EE/KD/2025-26	₹ 21,64,874.00	₹ 43,297.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
9	14/EE/KD/2025-26	₹ 22,28,283.00	₹ 44,566.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
10	15/EE/KD/2025-26	₹ 10,59,909.00	₹ 21,198.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
11	16/EE/KD/2025-26	₹ 18,64,568.00	₹ 37,291.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
12	17/EE/KD/2025-26	₹ 24,10,834.00	₹ 48,217.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
13	18/EE/KD/2025-26	₹ 17,37,092.00	₹ 34,742.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
14	19/EE/KD/2025-26	₹ 11,37,079.00	₹ 22,742.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
15	20/EE/KD/2025-26	₹ 23,88,588.00	₹ 47,772.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
16	21/EE/KD/2025-26	₹ 23,98,784.00	₹ 47,976.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
17	22/EE/KD/2025-26	₹ 24,20,918.00	₹ 48,418.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
18	23/EE/KD/2025-26	₹ 19,75,756.00	₹ 39,515.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
19	24/EE/KD/2025-26	₹ 22,84,901.00	₹ 45,698.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
20	25/EE/KD/2025-26	₹ 22,83,007.00	₹ 45,660.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
21	26/EE/KD/2025-26	₹ 22,95,697.00	₹ 45,914.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
22	27/EE/KD/2025-26	₹ 22,01,247.00	₹ 44,025.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
23	28/EE/KD/2025-26	₹ 24,18,330.00	₹ 48,367.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
24	29/EE/KD/2025-26	₹ 24,21,780.00	₹ 48,436.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
25	30/EE/KD/2025-26	₹ 18,31,207.00	₹ 36,624.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
26	31/EE/KD/2025-26	₹ 24,10,492.00	₹ 48,210.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
27	32/EE/KD/2025-26	₹ 22,99,023.00	₹ 45,980.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
28	33/EE/KD/2025-26	₹ 19,67,184.00	₹ 39,344.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			
29	34/EE/KD/2025-26	₹ 23,24,078.00	₹ 46,482.00	90 (Ninety) days	₹ 1,000.00			

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/695/25

Executive Engineer
Kumarghat, Unakoti Tripura
DOCUMENT DOWNLOADING

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 03/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated- 21/05/2025

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed below:-

Sl. No.	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 07/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹.22,81,337.00	₹. 45,627.00	120 Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 08/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹.9,68,497.00	₹ .19,370.00	180 Days	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 09/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹. 9,70,500.00	₹.19,410.00	365 Days	₹.1,000.00
4	DNIe-T No: 10/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹. 9,66,652.00	₹ .19,333.00	180 Days	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-21/05/2025 at 18.00 hours. Last date and Time for Document Downloading and Bidding-11/06/2025 up to 15.00 hours. ? Date and Time for Opening of Bid-11/06/2025 after 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website
www.tripuratenders.gov.in.
ICAle/690/25

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. K. Debbarma) Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

EDUCATIONAL NOTIFICATION

The Principal, College of Nursing, RIMS, Imphal has invited applications from the eligible candidates for appearing open Entrance Examination for admission to M.Sc. Nursing Course for the academic session 2025-2026 in the College of Nursing, RIMS, Imphal which is published in the Director of Medical Education (DME) website: www.dme.tripura.gov.in which speaks for itself for information to all concerned, please visit RIMS website: www.rims.edu.in for further details in this regards.
ICA/D/268/25

(Prof. Dr. H.P. Sarma)
In-Charge, Director of Medical
Education Government of Tripura,
Agartala.

NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2025-26/01 DATED-22.05.2025

Name of Work(s):- 1. Repairing of earthing connection in the office of Tripura State Legal Services Authority, Agartala, West Tripura.
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2025-26/01
Estimated cost: Rs 9,868.00
Earnest Money: Rs 197.00
2. Providing internal electrification in the extended office room of the Mechanical Sub- Division No-II, PWD (R&B), Agartala, Tripura (West).
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2025-26/02
Estimated cost: Rs 42,960.00
Earnest Money: Rs 859.00
3. Providing internal electrification for installation of Air Conditioner in the ADR Centre room and Establishment Section room of Tripura State Legal Services Authority.
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2025-26/03
Estimated cost: Rs 27,198.00
Earnest Money: Rs 544.00
Last date for receipt of application for tender form:- 29.05.2025 upto 4.00 pm
Last date for issue of tender form:- 30.05.2025
Last date and time for receipt of tender document:- 31.05.2025 upto 3:00 pm.
Cost of tender form:- Rs 500.00 (for each work).
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
ICA/C/ 685/25

Sub Divisiondi Officer (Elect)
I. E. Sub-Division No.-II Agartala, West Tripura.

NOTICE INVITING TENDER
NIT. No.F.9(22)-H&SC/DDH/W/MIDH/TENDER/2025-26/804
Dated, 22/05/2025.

On behalf of the Governor of Tripura the District Mission Director, (Deputy Director of Horticulture), West Tripura District, Agartala invites sealed tender for supply of 10,000 Nos. of Black Pepper Rooted Cuttings in Polybag to determine the single rate up to Main Seed Store of different Agri Sub-Division under West Tripura District from the bonafied Agency/ Individuals.

Sl. No.	Item	Estimated Cost	Earnest Money (EMD)	Cost of tender form	Last date of selling Tender form	Date of Dropping Tender	Tender Opening Date & time
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply of 10,000 Nos. of Planting materials of **Black Pepper Rooted Cuttings in Polybag** under the scheme of MIDH etc.	Rs 1,50,000/-	Rs 4,500/-	Rs. 500/-	04/06/2025 upto 5.30 PM	05.06.2025 upto 3.00 PM	05/06/2025 at 4.00 PM, if not possible than it will be opened on 06/06/2025

Date & time for BID submission:- 05/06/2025 from 11.00 AM to 3.00 PM Date & time for opening BID:- 05/06/2025 at 4.00 PM. (if possible)
For details related to tender may be visited Website:- www.horti.tripura.gov.in
ICA/C/682/25

(Sri Sujit Das)
District Mission Director
(DMD) Dy. Director of Horticulture
West Tripura District

কাজের সন্ধান

জুলাইয়ে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে ২,৯৬৪ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৯৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েটপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে ২,৯৬৪ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৯-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২,৯৬৪-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৮৭টি, এসটি'র জন্য ১৯০টি, ওবিসি'র জন্য ৬৯৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২৬০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৬৬টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১০৯টি পদ। ব্যাকলগ শূন্যপদ রয়েছে ৩৬৪টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২০ নম্বরের, প্রশ্ন থাকবে ১২০ টি, সময় ২ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। পরীক্ষা জানুয়ারিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৯ মে-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৯ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিবিও/ ২০২৫-২৬/০৩, তারিখ ১০-০৫-২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* ইএসআইসি-তে **স্পেশালিস্ট গ্রেড-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে (স্পিড পোস্টে) দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৬ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২২-২৭ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর (এসএসবি-র) কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **সিবি অফিসার** বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩৫-৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **ইনটার্নস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইচপিসিএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে, মেধাবিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ব্যাঙ্কিং সেক্টরে **বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এলবিও, লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আইওসিএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, একাউন্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট গ্রেড-টু (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে (স্পিড পোস্টে) দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৬ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২২-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর (এসএসবি-র) কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিবি অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৯৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনিং অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩৫-৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইনটার্নস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এইচ.পি.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
মেধাবিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (ব্যাঙ্কিং সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এলবিও, লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, একাউন্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪০০ লোক্যাল অফিসার আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এলবিও, লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এল.বি.ও বা লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ৪০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, আই.ও.বি-তে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, আই.ও.বি-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৪০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬০টি, এসটি'র জন্য ৩০টি, ওবিসি'র জন্য ১০৮টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৪০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৬২টি পদ অসংরক্ষিত অর্থাৎ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৬টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০০ নম্বরের, প্রশ্ন থাকবে ১৪০টি, সময় ৩ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। পরীক্ষা জানুয়ারিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩১ মে-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচআরডিডি/ আরইসিটি/ ২০২৫-২৬, তারিখ ১২-০৫-২০২৫।

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে ১৭৭০ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ১৭৭০ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ৯টি রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আইওসিএল/ জিআর/ পি/ এপিপি/ ২০২৪-২৫, তারিখ ০৩ মে, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ২ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২ জুন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলা পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডিওয়াইএফের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

রাজস্থানে এসডিএম-কে বন্দুক দেখানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত বিজেপি বিধায়ক কানওয়ারলাল মীনা বিধানসভা থেকে বহিষ্কৃত

জয়পুর, ২৩ মে : ২০০৫ সালে এক এসডিএম-কে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানোর মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় রাজস্থানের অন্তা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কানওয়ারলাল মীনা-কে রাজস্থান বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভার তরফে এই বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

রাজস্থান বিধানসভার স্পিকার বাসুদেব দেবনানি জানিয়েছেন, আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯১(১)(ই) এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ৮(৩) অনুযায়ী কানওয়ারলাল মীনা-র বিধায়ক পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেছে। আদালতের রায় ঘোষণার দিন থেকেই এই বহিষ্কার কার্যকর হয়েছে। এর ফলে বারান জেলার অন্তা (১৯৩) বিধানসভা আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

স্পিকার দেবনানি স্পষ্ট জানান, আমি কোনো রকম রাজনৈতিক বা বাহ্যিক চাপে কাজ করি না। শুধুমাত্র আইন এবং সংবিধানের নিরিখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আইনজীবীদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। এর আগেও এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে স্পিকারের তরফে যথেষ্ট সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, রায় ঘোষণার দিন অ্যাডভোকেট জেনারেল-কে আইনগত পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭৭ অনুযায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেল বিধানসভার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনে আইনগত মতামত দিতে পারেন। বিধানসভার সচিবালয় আগে ৭ মে-এর মধ্যে বিধায়ক কানওয়ারলাল মীনা-কে একটি নোটিস পাঠিয়ে জবাবদিহি করতে বলেছিল যে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি কোনো ধরনের সাজা স্থগিতাদেশ পেয়েছেন কিনা। যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট তাঁর শাস্তি স্থগিত রাখেনি, তাই বিধানসভা তাঁর সদস্যপদ বাতিল করেছে।

বিরোধী কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, "সত্য ও সংবিধানের জয়" হয়েছে। বিরোধী দলনেতা টিকরাম জুলি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই বহিষ্কার ন্যায়বিচার, সত্য এবং সংবিধানের জয়। কংগ্রেস দলের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল এটি। 'সত্যমেব জয়তে'। সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে এটি এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। তিনি বলেন, এই বিজয়ের কৃতিত্ব রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গে-র নেতৃত্বের বলেই সম্ভব হয়েছে। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আইনের শাসনের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। উল্লেখ্য, এই ঘটনাটি রাজ্যের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এবং আগামী নির্বাচনে বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জাতি জনগণনা নিয়ে কংগ্রেসের নতুন তৎপরতা, খাড়গের কণ্ঠে জাতিগত ন্যায়ের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে : জাতি জনগণনা নিয়ে নতুন করে জোরালো আন্দোলনের ইঙ্গিত দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার দলের ১৪০ জন মুখপাত্রের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি জাতিগত ন্যায় এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

মুখপাত্রদের উদ্দেশে খাড়গে বলেন, আপনারাই দলের ভাবনার কণ্ঠস্বর। আজ যখন দেশ জাতি জনগণনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শুরু করেছে, তখন সত্যতা, সংবেদনশীলতা এবং নির্ভয়ে এই আলোচনাকে জনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তিনি বলেন, "যত জনসংখ্যা, তত অধিকার" এই স্লোগানকে কেবল একটি রাজনৈতিক প্রচারে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় অঙ্গীকারে রূপ দিতে হবে। কংগ্রেস শুধু স্লোগান নয়, নীতি নির্ধারণের স্তরে এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

খাড়গে স্পষ্টভাবে দাবি করেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(৫) অবিলম্বে কার্যকর করে ওবিসি, দলিত ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হবে। তিনি বলেন, আজ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে কেন্দ্রীভূত। সেখানে এই সম্প্রদায়গুলিকে প্রবেশাধিকার না দেওয়া "শোষণেরই একটি রূপ"।

এছাড়াও তিনি বলেন, বর্তমানে সংরক্ষণের উপর ৫০ শতাংশ সীমা আছে। কিন্তু নতুন তথ্য এবং সামাজিক বাস্তবতার আলোকে এই সীমা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি। ন্যায় ও তথ্যের ভারসাম্যের ভিত্তিতে নতুন নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যাতে ওবিসি, দলিত ও আদিবাসীদের প্রকৃত অধিকার নিশ্চিত হয়।

কংগ্রেস সভাপতি তেলেঙ্গানায় দলীয় সরকারের করা জাতিগত সমীক্ষার মডেলকেও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই সমীক্ষায় সমাজ, বিশেষজ্ঞও সরকার সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এটি একটি জনমুখী ও স্বচ্ছ মডেল। কেন্দ্র সরকার চাইলে এই মডেল গ্রহণ করতে পারে এবং আমরা তাতে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত। বিশ্লেষকদের মতে, এই বক্তব্যে কংগ্রেস আগামী দিনে জাতি জনগণনার প্রশ্নে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আরও সুস্পষ্ট ও আক্রমণাত্মক করতে চাইছে।

মেঘালয়ে দুর্গম নংস্পুং গ্রামে ৪৯ বছরের পুরনো বিদ্যালয় নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

শিলং, ২৩ মে: মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম খাসি পাহাড় জেলার জিরাং বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দুর্গম নংস্পুং গ্রামে অবস্থিত ৪৯ বছর পুরনো নংস্পুং গারো এলপি স্কুল পুনর্নির্মাণ করা হবে।

১৯৭৬ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয় বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং ওই এলাকার শিশুদের শিক্ষার একমাত্র আশ্রয়।

গ্রামে তাঁর প্রথম সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিএমএসডিএফ ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন করা হবে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের একটি গিটার ও ফুটবল বিতরণ করেন, যাতে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপেরও বিকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, "শিক্ষা শুধুমাত্র পঠনপাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং খেলাধুলা ও সংস্কৃতিক চর্চাও ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অসম: শিলচরে ৩.১১ কোটির হেরোইন বাজেয়াপ্ত, একজন গ্রেফতার

শিলচর, ২৩ মে: বড়সড় মাদক বিরোধী অভিযানে কাছাড় পুলিশ শিলচরের কাছে অভিযান চালিয়ে ৬২২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩.১১ কোটি। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযানে একজন সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই অভিযান "অসম অ্যাগেইনস্ট ড্রাগস" অভিযানের অংশ, যার লক্ষ্য রাজ্যজুড়ে মাদকের উপদ্রব দমন করা।

পুলিশ জানিয়েছে, মাদক চক্রের বিরুদ্ধে এমন তৎপরতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কর্ণাটকের গণধর্ষণের অভিযুক্ত জামিন পেলেন, বিজয় মিছিলের সাথে উদযাপন

বেঙ্গালুরু, ২৩ মে: ষোল মাস আগে কর্ণাটকের হাভেরিতে এক আন্তঃধর্মীয় দম্পতির হোটেল কক্ষে কয়েকজন পুরুষ ঢুকে পড়ে, মহিলাকে টেনে কাছের জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ২০২৫ সালের দিকে, এই সাতজন পুরুষকে জামিন দেওয়া হয়, যার পরে বাইক, গাড়ি, সঙ্গীত এবং উচ্চস্বরে উদযাপনের স্লোগান সহ একটি বিজয়ী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাভেরির আক্কি আলুর শহরে এই কুচকাওয়াজটি ঘটে, যেখানে স্থানীয় রাস্তা দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে মোটরবাইক এবং গাড়ির একটি বহর চলে। অভিযুক্তদের হাসিমুখে এবং বিজয়ের চিহ্ন জ্বলজ্বল করতে দেখা যাওয়া ভিডিওটি ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

হাভেরির দায়রা আদালত সম্প্রতি সাতজন প্রধান অভিযুক্তকে জামিন দিয়েছে: আফতাব চন্দনকাট্টি, মাদার সাব মান্দাক্কি, সামিউল্লা লালানভার, মোহাম্মদ সাদিক আগাসিমানি, শোয়েব মুল্লা, তৌসিপ ছোটি এবং রিয়াজ সাভিকেরি। ২৬ বছর বয়সী ওই নারীর গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর তাদের সকলকে বেশ কয়েক মাস ধরে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং ৪০ বছর বয়সী কর্ণাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (কেএসআরটিসি) চালকের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা জানা গেছে, তিনি ৮ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে হানাগলের একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠেন। পরে পুলিশ তদন্তে জানা যায় যে, ওই নারীকে হোটেল প্রাঙ্গণ থেকে টেনেহিঁচড়ে কাছের একটি জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে একদল পুরুষ তাকে গণধর্ষণের অভিযোগ করে।

সন্ত্রাসমূলক হামলা: আমেরিকায় দুই ইসরায়েলি দূতাবাস কর্মীকে হত্যার ঘটনাকে "সন্ত্রাসবাদ" বলে ঘোষণা এফবিআই -র

ওয়াশিংটন, ২৩ মে: যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মীর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক সহিংসতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এফবিআই।

এফবিআই-এর ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের সহকারী পরিচালক স্টিভেন জে. জেনসেন শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এই হামলার তদন্তে এফবিআই সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে। আমরা সমস্ত তথ্য যাচাই করছি এবং সমস্ত সম্ভাব্য সংস্থান ব্যবহার করছি।"

হামলাটি ঘটে লিলিয়ান ও অ্যালবার্ট স্মল ক্যাপিটাল জিউইশ মিউজিয়ামের বাইরে, যেখানে আমেরিকান জিউইশ কমিটির উদ্যোগে 'ইয়ং ডিপ্লোম্যাটস' ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হামলাকারীর নাম এলিয়াস রদ্রিগেজ (৩০), যিনি শিকাগো থেকে ওয়াশিংটনে আসেন হামলার একদিন আগে। তাকে আটক করার সময় সে 'ফ্রি, ফ্রি প্যালেস্টাইন!' বলে চিৎকার করে।

হতাহতরা হলেন সারাহ লিন মিলগ্রিম এবং তাঁর সঙ্গী ইয়ারন লিসচিনস্কি — দুজনই ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, এলিয়াস রদ্রিগেজের বিরুদ্ধে 'বিদেশি কর্মকর্তাকে হত্যা', 'অস্ত্র ব্যবহারে মৃত্যু ঘটানো', এবং 'সহিংস অপরাধ চলাকালে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার'—সহ একাধিক ফেডারেল ও স্থানীয় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচার বিভাগের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রদ্রিগেজ প্রথমে ভুক্তভোগীদের পাশ দিয়ে হেঁটে যান এবং হঠাৎ ঘুরে গুলি চালানো শুরু করেন। ভুক্তভোগীরা মাটিতে পড়ে গেলে, কাছ থেকে গুলি চালিয়ে হত্যার কাজ সম্পন্ন করেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল ও ২১টি খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

রদ্রিগেজ পরে মিউজিয়ামে প্রবেশ করেন এবং সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান তার জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

বিচার বিভাগ জানিয়েছে, তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে এফবিআই -এর ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ। মামলাটি চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিসট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি অফিস, যার সঙ্গে রয়েছে সিভিল রাইটস ডিভিশন।

পকসো মামলায় ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতির কারণে একজন শিশু যৌন নিয়্যাতন প্রতিরোধ আইন মামলায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির উপর কোনও শাস্তি আরোপ করা হবে না। বিচারপতি অভয় এস ওকা ও উজ্জ্বল ভূঞ্যানের বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই রায় দেয়।

ঘটনার সময় অভিযুক্তের বয়স ছিল ২৪ বছর এবং তিনি এক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে দোষী সাব্যস্ত হন। পরবর্তীতে সেই কিশোরী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাঁকে বিয়ে করেন এবং বর্তমানে দম্পতি তাঁদের সন্তানের সঙ্গে একত্রে বসবাস করছেন।

ভুক্তভোগীর বর্তমান মানসিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করতে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী সহ এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির পর্যবেক্ষণ আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, সমাজ তাকে বিচার করেছে, আইন ব্যবস্থা তাকে ব্যর্থ করেছে এবং নিজের পরিবারও তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে, "যদিও আইন অনুযায়ী ঘটনাটি একটি অপরাধ, ভুক্তভোগী সেটিকে অপরাধ হিসেবে ভাবেননি। তার আসল ট্রমা ঘটনার ফলে নয়, বরং এরপর যা কিছু তাকে সহ্য করতে হয়েছে — পুলিশ, আদালত, এবং দোষীকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম — সেটাই ছিল তার জন্য আসল যন্ত্রণা।

ভারতীয় শেয়ারবাজারে উত্থান, প্রায় ২ লাফ দেশীয় শক্তিশালী আর্থিক সূচকের জেরে

মুম্বই, ২৩ মে : সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ শুক্রবার শক্তিশালী দেশীয় আর্থিক সূচক এবং আইটি, ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক খাতের শেয়ারে লভ্যাংশ বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে জোরালো উত্থান দেখা গেল।

সেনসেক্স ৭৬৯.০৯ পয়েন্ট বা ০.৯৫ বেড়ে বন্ধ হয়েছে ৮১, ৭২১.০৮ পয়েন্টে। দিনের মধ্যে সূচকটি সর্বোচ্চ পৌঁছায় ৮১, ৯০৫.১৭-এ এবং সর্বনিম্ন যায় ৮০, ৮৯৭.০০-এ। একইভাবে, নিফটি বেড়েছে ২৪৩.৪৫ পয়েন্ট বা ০.৯৯, যা শেষ হয়েছে ২৪, ৮৫৩.১৫-এ।

এলকেপি সিকিউরিটিজের রূপক দে বলেন, "নিফটি ২১-দিনের সমর্থন পেয়ে উপরের দিকে উঠেছে। বর্তমানে এটি ২৪, ৭০০—২৫,০০০ সীমার মধ্যে সংহত হচ্ছে। ২৫,০০০-এর উপরে ব্রেকআউট ঘটলে গতি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।"

ইংল্যান্ড সফরে প্রথম দুটি টেস্ট ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: দিলীপ ভেংসরকার

মুম্বই, ২৩ মে: ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার দিলীপ ভেংসরকার মনে করেন, আগামী ২০ জুন থেকে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রথম দুই টেস্ট ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

৬৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতেও ভারতীয় দলকে সমর্থন জানিয়েছেন। ১১টি টেস্ট খেলা ও ৬,৮৬৮ রান করা ভেংসরকার আশাবাদী, সফরে নবীন প্রতিভারাই দারুণ পারফরম্যান্স করতে পারে।

ভেংসরকার বলেন, "আমাদের দলে খুবই দক্ষ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। প্রথম দুই টেস্ট সিরিজের গতি নির্ধারণ করবে। আমি বিশ্বাস করি, এই সিরিজে নতুন মুখ উঠে আসবে এবং ভারত ভালো খেলবে।"

আইপিএল ২০২৫-এ নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মিত্রে এবং মুম্বইয়ের উইকেটরক্ষক ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডু-কে ইংল্যান্ড সফরের ভারত

ছত্তীসগড়ে ৯ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রায়পুর, ২৩ মে : ছত্তীসগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় রাজ্য সরকারের 'লোন বরাটু' (ফিরে এসো ঘরে) অভিযানে প্রভাবিত হয়ে মোট ৯ জন মাওবাদী, যাদের মধ্যে ৪ জনের মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষিত ছিল, আত্মসমর্পণ করেছেন। শুক্রবার এক সরকারি কর্মকর্তার তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন, দণ্ডকারণ্য কমিউনিকেশন টিমের সদস্য অনিতা পোতাম, কামালুর এলাকা থেকে লাইন অব সাইট ইউনিটের সদস্য বিজু রাম টেলাম, তোয়নার বিপ্লবী গণকমিটির সভাপতি বাদরু ওরফে গর্গা কাডি। এই তিনজনের প্রত্যেকের ওপর ছত্তীসগড় সরকার ১ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। অপর একজন আত্মসমর্পণকারী পোটেনার আরপিসি- চেতনা নাট্য মঞ্চের সদস্য পায়কু পোদিয়ামের মাথার ওপর ছিল ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল।

আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন দণ্ডকারণ্য কমিউনিকেশন টিম — ১ জন, ভৈরামগড় এলাকার অন্তর্গত কামালুর এলওএস ১ জন, তোয়নার আরপিসি ১ জন, পোটেনার আরপিসি ৩ জন, বেচাপাল আরপিসি ২ জন এবং মালানগের এলাকার অন্তর্গত রেওয়ালি আরপিসি ১ জন। তারা মাওবাদী 'নকসাল বনধ সপ্তাহ'-এর সময় রাস্তায় গর্ত খোঁড়া, গাছ কাটা, মাওবাদী ব্যানার, পোস্টার এবং লিফলেট লাগানোর মতো নানা কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন।

এই আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ইন্সপেক্টর জেনারেল, বস্তার রেঞ্জ সুন্দররাজ পি., ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, দান্তেওয়াড়া রেঞ্জ কমলচন কাশ্যপ, ডিআইজি, সিআরপিএফ, দান্তেওয়াড়া রেঞ্জ রাকেশ কুমার ও অন্যান্য ঊর্ধতন পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা।ছত্তীসগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতির আওতায় পরিচালিত 'লোন বরাটু' অভিযানের লক্ষ্য হলো বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা। এই অভিযানের মাধ্যমে গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে মাওবাদীদের সমাজে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে।

আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা পাবেন ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা, কৃষিজমি পাওয়ার সুযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সরকারি সুযোগসুবিধা। 'লোন বরাটু' অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৯৮৪ জন মাওবাদী যাদের মধ্যে ২৩৬ জনের বিরুদ্ধে মাথার উপর সরকারি পুরস্কার ঘোষিত ছিল তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন এবং সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন।

মধ্যপ্রদেশে ১১ কোটি টাকার "সাপ-কামড়" কেলেঙ্কারি, অভিযোগ কংগ্রেস নেতার

ভোপাল, ২৩ মে:মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলায় এক চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের কংগ্রেস প্রধান জিতু। তার দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের শাসনে 'সাপ কামড়' কেলেঙ্কারিতে প্রায় ১১ কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতু বলেন, "সাধারণ দুর্নীতি আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন সাপ কামড়ের দুর্নীতি, যেখানে একজনকে ৩৮ বার সাপ কামড়েছে এবং প্রতিবারে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ তোলা হয়েছে এমন কেলেঙ্কারি কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। শুধুমাত্র সিওনি জেলাতেই সাপ কামড়ের নামে প্রায় ১১ কোটি টাকা তোলা হয়েছে।"

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সিওনি জেলার কেওলারি তহসিলে এই আর্থিক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি নথিতে ৪৭ জনকে একাধিকবার মৃত দেখানো হয়েছে, প্রতিবার মৃত্যুর কারণ দেখানো হয়েছে সাপের কামড়।

রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, সাপের কামড়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। এই নিয়মের অপব্যবহার করেই প্রায় ১১.২৬ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জালবাজির চিত্র এতটাই ভয়াবহ যে, একজনকে ৩০ বার এবং আরেকজনকে ১৯ বার মৃত দেখানো হয়েছে সাপ কামড়ের কারণে। এই অনিয়মে একাধিক সরকারি কর্মকর্তার জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। আর্থিক দফতরের একটি দল এই ঘটনাটি তদন্ত করেছে।

জব্বলপুর ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস-এর ডিভিশনাল জয়েন্ট ডিরেক্টর রোহিত সিং কৌশল জানিয়েছেন, "কেওলারি তহসিলে সাপ কামড় সংক্রান্ত অর্থ লেনদেনের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করি এবং রিপোর্ট সিওনি কালেক্টর ও ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে জমা দিয়েছি। প্রায় ১১.২৬ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত হয়েছে। আমরা রিপোর্টে সমস্ত তথ্য উল্লেখ করেছি। এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি সরকারের অধীনে দুর্নীতি এক অভাবনীয় মাত্রা ছুঁয়েছে। এখন দেখার, সরকার এই অভিযোগের তদন্তে কী ব্যবস্থা নেয়।

ওডিশায় জগন্নাথ মন্দিরে নিরাপত্তা জোরদার: অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি বসানোর পরিকল্পনা, রথযাত্রার জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি

ভুবনেশ্বর, ২৩ মে: সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হুমকির প্রেক্ষিতে ওডিশা সরকার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি বসানোর পরিকল্পনা করছে। ১২শ শতকের এই ঐতিহাসিক মন্দিরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

আজ আইন মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানান, রাজ্যের আইন বিভাগ ও ওডিশা পুলিশ মিলে একটি এমন প্রযুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছে, যা অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকারক ড্রোন সনাক্ত, ট্র্যাক এবং নিস্ক্রিয় করতে সক্ষম।

তিনি বলেন, "অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি বসানো হলে এটি অবৈধ বা ক্ষতিকর ড্রোনগুলি শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যা মন্দিরের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এই পদক্ষেপটি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। মন্ত্রী আরও জানান, প্রয়োজনে শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন নিজ খরচে এই অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম বসাবে। এছাড়াও, ওডিশা সরকার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসবের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে বলে ঘোষণা করেন হরিচন্দন। রথ তৈরিসহ উৎসব আয়োজনের বিভিন্ন খরচে আইন বিভাগ সাহায্য করবে, যাতে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

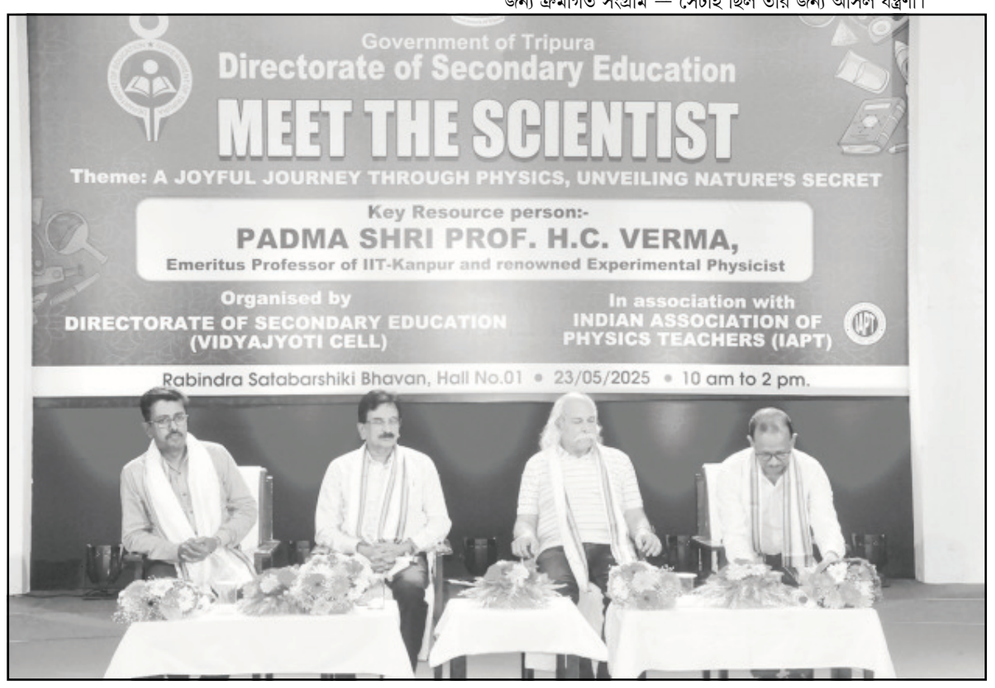

শুক্রবার আগরতলায় পদ্মশ্রী প্রফেসর এইচ সি ভর্মার উপস্থিতিতে "মিট দ্যা সায়েনটিস্ট" অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

জনস্বাস্থ্যের উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি। তেলিয়ামুড়া। ২৩ মে: বর্ষা শুরু হতেই তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত পাহাড়ি ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে জলবাহিত রোগ, ম্যালেরিয়া এবং বিষধর সাপের উপদ্রব ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে মুঙ্গিয়াকামীসহ আশপাশের বনবেষ্টিত অঞ্চলে প্রায়শই সাপের ছোবলে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে বহু মানুষ সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে প্রাণ হারান বিগত সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়।

এই প্রেক্ষাপটে, জনস্বাস্থ্যের উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সরেজমিনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পৌঁছে তিনি চিকিৎসা পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা, জরুরি ওষুধ মজুত এবং বর্ষাকালে ঘন ঘন ঘটে চলা সাপের ছোবলের ঘটনার প্রেক্ষিতে এন্টি ভেনম ওষুধের প্রাপ্যতা সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন। বিগত বছরগুলিতে এন্টি ভেনমের অপ্রতুলতার কারণে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত ওষুধ সংরক্ষণের নির্দেশ দেন, যাতে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।মন্ত্রী জানান, "প্রান্তিক এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্ষার সময় যাতে কোনও রোগী চিকিৎসার অভাবে প্রাণ না হারান, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।"এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট, বর্ষাকালে পাহাড়ি অঞ্চলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে সরকারিভাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তেলিয়ামুড়ায় সিঁদুর যাত্রা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে: কাশ্মীরের পেহেলগাঁও -এ পাকিস্তান মদত পুষ্ট আতঙ্কবাদীদের দ্বারা দেশের নিরীহ মা-মেয়েদের সিঁদুর মুছে ফেলার ঘটনার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভারত প্রতিশোধের শপথ নিয়েছে এই স্লোগানকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া"য় শুক্রবার বিকেলে সিঁদুর যাত্রা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালির মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানানো হয়,যিনি নারীদের সম্মান রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

এদিনের এই কর্মসূচিতে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন স্তরের মহিলারা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

এই র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানানো।

এদিনের এই র‍্যালি"তে উপস্থিত থেকে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় নারীদের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এদিনের এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন স্তরের মহিলারা সিঁদুরের প্রতীক ও জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

এই সিঁদুর যাত্রা র‍্যালি তেলিয়ামুড়ার জনগণের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও রাজ্যের ছেলেমেয়েদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করছে। আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটির কর্মকর্তা এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য-সদস্যাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যুববিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. পিটি উষার নির্দেশে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সহযোগিতায় ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এডহক কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সুজিত রায় এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন রতন কুমার দাস। ১৫ জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যুববিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, নবনির্বাচিত ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে খেলাধুলার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, গত ৫ বছরে রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৫০টিরও বেশি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্জন করেছে। ক্রীড়ামন্ত্রী এই কমিটির সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিজোরাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিধায়ক রবার্ট রোমাইয়্যা রয়তে, অরুণাচল প্রদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বামাঙ্গ টাগো, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা এডহক কমিটির চেয়ারম্যান তথা মেঘালয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরি সভাপতি জন এফ খারসিং।

মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল বিরাট অজগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ মে: বক্সনগরের দুধ পুকুর সীমান্তে মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল একটি বিরাট আকারের অজগর সাপ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বক্সনগর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত বাগবের পঞ্চায়েতের দুধপুকুর এলাকায় গতকাল রাতে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির পর এক স্থানীয় ব্যক্তি রেজাউল করিম শখ করে মাছ ধরার জন্য সীমান্তের পাশের কৃষি জমিতে জাল পাতেন।সারারাত জালটি জলে ছিল আজ ভোর ৫ টা নাগাদ রেজাউল জালটি তুলতে গিয়ে দেখেন জালের মধ্যে একটি বিশাল অজগর সাপ আটকে আছে। এমন দৃশ্য দেখে জালের মালিক ভয়ে চিৎকার শুরু করেন।

তার আওয়াজে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে জালটি জল থেকে টেনে তোলে এবং সবাই দেখতে পায় বিশাল অজগরটি আটকে রয়েছে। এরপরই খবর দেওয়া হয় বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থলে উৎসাহী জনতার ভীড় জমে যায় বিরল এই দৃশ্য দেখতে। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে অজগরটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ভলান্টিয়ারি হেলথ এসোসিয়েশন ত্রিপুরা এবং ন্যাশনাল "ল" ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে:ভলান্টিয়ারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং ন্যাশনাল "ল" ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর রাজ্যভিত্তিক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় "ল" কলেজে। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা।

তামাক সেবন এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা। তামাক সেবনের ফলে ক্যানসারসহ নানা মারণব্যাধি দেখা দেয়। সেজন্য তামাক সেবনের বিরুদ্ধে সারাদেশ জুড়েই ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। ছাত্র যুব সমাজ সহ সমাজের সব অংশের মানুষকে তামাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ভ্যালেন্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং ন্যাশনাল " ল" ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা যৌথ উদ্যোগে ল কলেজে আজ এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী সাহা রায়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী সাহা রায় বলেন, তামাক সেবনের ফলে আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষ ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যাচ্ছেন। এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করার লক্ষ্যে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। ছাত্র যুবক সহ সকল অংশের জনগণকে এ সম্পর্কে সচেতন করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে ভলান্টিয়ারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন এবং "ল" ইউনিভার্সিটি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেই উদ্যোগের প্রশংসা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতন। এ ধরনের কর্মসূচি রাজ্যের সর্বত্র সংগঠিত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে: তেলিয়ামুড়া রেল থানার অন্তর্গত লাকাই বাজার এলাকায় এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর নাগাদ রেললাইনের পাশে এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে লোকজন ভিড় জমায় এবং পুলিশ"কে খবর দেওয়া হয়। তেলিয়ামুড়া রেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং পরিচয় নিশ্চিত করতে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে মহিলার নাম-পরিচয় জানা যায়নি, তবে পুলিশ আশেপাশের এলাকায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, এই ট্রেনলাইন বরাবর অনেক মানুষ চলাচল করে, তাই এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে রেল প্রশাসনকে আরও সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে মহিলার পরিচয় জানা গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকাবাসী রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় ১৫,৬৪৬

● প্রথম পাতার পর

আমরা যে পরিমাণ বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছি, এটি শুধু একটি সংখ্যা নয়এটি ত্রিপুরার ভবিষ্যতের প্রতি এক গভীর আস্থার প্রতিফলন।" বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়িক মহলের প্রতি আহ্বান জানান, "চলুন আমরা একসঙ্গে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিই এবং সমন্বিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাই। ত্রিপুরা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত এবং আমরা বিনিয়োগকারীদের প্রতিটি ধাপে পূর্ণ সহযোগিতা করব।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক তিরঙ্গা র‍্যালির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী টিংকু রায়, রামনগরের বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিন বাইক র‍্যালির মাধ্যমে এই তিরঙ্গা র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের এই র‍্যালিতে উপস্থিত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সংঘটিত "অপারেশন সিন্দুরের" সাফল্যে সারাদেশেই তিরঙ্গা রেলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই তিরঙ্গা রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে সাত রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে এদিনের এই তিরঙ্গা র‍্যালি বাইক রেলির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বলেন, পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় যেভাবে পাকিস্তানি জঙ্গিরা ভারতীয় পর্যটকদের হত্যা করেছে তারই প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় জওয়ানরা অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে এর যোগ্য জবাব দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জওয়ানরা দেশের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছে। তাই ভারতীয় বীর সেনাদের প্রতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিনের এই তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পেল জি বি

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকদের কোন দেখা মেলেনি। শুধু বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিলেন।

মনুবাজারে শিশুকন্যা

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, মৃতের বাবা মায়ের দাবি, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে মৃতার ভাই সাহেল ত্রিপুরা (১৮) কে এস আই সঞ্জীব দেববর্মা গতকাল আটক করে রাতে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। আরও জানা গেছে, মা সবিতা ত্রিপুরাকেও জোর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এদিকপ, আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মৃতার বাড়িতে গিয়েছেন। মৃতার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রতিনিধি দলটি মনুবাজার থানায় কর্তব্যরত অফিসারের সাথে কথা বলেন এবং দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি করেন।

রাজনৈতিক দল

● প্রথম পাতার পর

তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এদিন শ্রী দেব বলেন, সিপিআইএম এই বিবৃতি জারি করে প্রমাণ করেছে তাঁরা রাষ্ট্র বিরোধী এবং দেশ বিরোধী।কমিউনিস্ট পার্টিকে দেশের মধ্যে কোনও জায়গা দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের কোনও অধিকার নেই রাজনৈতিক দল হিসেবে মানুষের কাছে যাওয়ার এবং আবেদন করার।

এদিন তিনও আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ছত্তিসগড়ের মাওবাদীরা নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। আজ সিপিএম তাঁদের পক্ষে সুর মিলিয়েছেন। তাতেই স্পষ্ট তাঁরা রাষ্ট্রবিরোধী এবং দেশবিরোধী। তাঁদের রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই, বলে দাবি করেন তিনি।

লোকালয়ে লজ্জাবতি

● প্রথম পাতার পর

বানরটিকে আটকে রাখলেও বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি, কারণ সুরজ আলীর কাছে কোনো নম্বর ছিল না। আজ সকালেও বন দপ্তর থেকে কেউ ঘটনাস্থলে আসেননি, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, লজ্জাবতী বানর একটি সংরক্ষিত ও বিপন্ন প্রজাতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন ধ্বংসের ফলেই এই ধরনের প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে।এলাকাবাসীরা বন দপ্তরের কাছ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

বেতন বঞ্চনা ও হেনস্তার অভিযোগে

● প্রথম পাতার পর

শতাংশ করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে। তাও করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিভিন্নভাবে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ চালকদের।

জানা যায়, রাজ্যে প্রায় আড়াইশ অ্যাম্বুলেন্স চালক ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। অথচ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের উপর চাপ বাড়ছে, কিন্তু বেতন বাড়ছে না। কোনো সমাধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা আজ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। অবিলম্বে তাদের সমস্যা সমাধান না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন এদিন।

একাত্তরে বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

করে পর্যটকদের হত্যার জবাবে এই অভিযান চালানো হয়, যেখানে মাত্র কয়েক মিনিটেই ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। তিনি বলেন, "আমরা শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা করেছি, কিন্তু পাকিস্তান তা নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে মেনে নিয়েছে এবং তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়পাকিস্তানই সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক।" অপারেশন সিন্ধুরের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, "অপারেশন সিন্ধুরে বিএসএফ-এর মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আহমদ ও দীপক চিংখাম মাতৃভূমির রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের নাম ভারতের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।" তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে বিএসএফ প্রায় ১.১ লাখ কেজি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ৭৮ জনের বেশি নকশাল বিদ্রোহীকে নিকেশ করেছে। সীমান্তে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ও ইন-হাউজ উদ্ভাবনে বিএসএফ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিএসএফ-এর জওয়ানরা পেয়েছেন ১ পদ্মবিভূষণ, ২ পদ্মভূষণ, ৭ পদ্মশ্রী, ১ মহাবীর চক্র, ৬ কীর্তি চক্র, ১৩ শৌর্য চক্র, ৫৬ সেনা পদক ও ১, ২৪৬টি পুলিশ সাহসিকতা পদক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, "দেশ বিএসএফ-এর সাহসিকতায় গর্বিত। তারা প্রমাণ করেছে যে, যতক্ষণ বিএসএফ সীমান্তে রয়েছে, পাকিস্তান এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারবে না।" তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রা আরও জোরদার হবে এবং বিএসএফ তার অবিচল ভূমিকা পালন করে যাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গৃহসচিব, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক এবং বিএসএফ-এর মহাপরিচালকসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

রহস্যজনক অগ্নিকান্ডে পুড়লো ৬ দোকান

● প্রথম পাতার পর

আসতে ঘন্টাখানেক দেরি হওয়াতে সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভুত হয়ে যায় দোকানগুলো। আগুনে পুড়ে যাওয়া এক কাপড় দোকানের মালিক আব্দুল হান্নান জানান কদমতলা রানিবাড়ি সড়কটির অত্যন্ত দুরবস্থা তাই দমকলের ইঞ্জিন আসতে ঘন্টাখানেক দেরি হওয়ায় আগুনের লেলিহান শেখা থেকে দোকানগুলোকে রক্ষা করা যায়নি। আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে সোয়াব উদ্দিন ও নুর উদ্দিনের বাজে মালের দোকান। সাথে ছিল একটি সেলুন ফার্মেসি ও একটি হোলসেলের হাগিজের দোকান। ছয়টি দোকানের মালিকের কাছ থেকে জানা যায় সবমিলিয়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন দোকানিরা।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের কাছ থেকে জানা যায় আগুন লাগার খবর পেয়ে যখন তারা বাজারে আসেন তখন বিদ্যুৎ ছিল বিদ্যুতের লাইনটি কাটা হয়নি। এবং তাদের দোকানে উন্নত মানের এমসিবি লাগানো রয়েছে। বিদ্যুৎ গুলো যুগের কারণে আগুন লাগা সম্ভব নয়। তাই তারা কদমতলা থানার পুলিশের নিকট আবেদন জানিয়েছেন এই আগুন লাগার ঘটনাটি সুষ্ঠ ভাবে তদন্ত করার জন্য। পুলিশ আগুন লাগার ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গেছে।

রাজ্যে চা শ্রমিকদের

● প্রথম পাতার পর

করে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বিকশিত ভারত গঠনে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সময়ে জনজাতিদের মধ্যে চা পান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চা শিল্পের উন্নয়নে রাজ্যের জনজাতিদের আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে বলে সমবায়মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের চাহিদা পূরণে যথাসাধ্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টি.টি.ডি.সি-র চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক প্রকাশ চন্দ্র দাস ও কৃষ্ণধন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দুর্গাবাড়ি চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেডের আধিকারিক হারাধন চন্দ্র দাস এবং সভাপতিত্ব করেন সমিতির সদস্যা মনসা মুন্ডা। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অতিথিগণ দুর্গাবাড়ি চা বাগান পরিসরে দুটি বৃক্ষরোপণ করেন।

পঞ্চায়েতের অফিস বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

সচিবের কাছে ডেপুটেশন দিতে আসে জেলা কমিটির সদস্য হিরন্ময় নারায়ন দেবনাথ, বিভাগীয় কমিটির সদস্যা মল্লিকা দেববর্মা,অঞ্চল সদস্য মধু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

দীর্ঘদিন যাবত ভাটিবাড়ী পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে। পাশাপাশি এই পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ জনজাতি অংশে জনগণ রয়েছে।যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়কালে জনজাতিদের বঞ্চিত করে সরকারি আবাস যোজনার ঘর দিচ্ছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া রেগার কাজও দিচ্ছে না দীর্ঘদিন যাবত। যদিও সবগুলি অভিযোগ পঞ্চায়েত সচিবকে না পেয়ে জিআরএস এর হাতে তুলে দিয়ে আসে। আগামী দিন দল সেই অভিযোগগুলো নিয়ে পঞ্চায়েত ঘেরাও করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসেন জেলা কমিটির সদস্য হিরণময় নারায়ণ দেবনাথ।

রাজ্যে সরকারি পেনশনার্সদের

● প্রথম পাতার পর

পেনশন রুলস১৯৭২ অনুসারে পেনশন প্রাপকরা তাদের নিজ নিজ মূল পেনশনের ৪০ শতাংশ বিক্রয় করতে পারেন। এতে পেনশনাররা পেনশন বিক্রির মাধ্যমে এককালীন আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পেনশন বিক্রয় বাবদ যে অর্থ পেনশনাররা পেয়ে থাকেন তা সমান মাসিক কিস্তিতে ১৫ বছরে অর্থাৎ ১৮০টি কিস্তিতে পুনরায় কেটে নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির সঙ্গে ১২ শতাংশ সুদ ধার্য করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিক্রয় করা পেনশনের উপর ৭ শতাংশ সুদ ধরা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অবসর প্রাপ্ত সচিব মি. জিন্দাল হিসাব করে দেখেছেন পেনশন বিক্রয় বাবদ যে অর্থ পেনশনাররা পেয়ে থাকেন তা ১২৮ মাস পরেই পেনশনাররা পূর্ণ পেনশন পাবার অধিকারী হন। এই অবস্থায় ১৮০টি মাসিক কিস্তি কাটার পর পেনশনারদের পূর্ণ পেনশন দেওয়ার ফলে তারা প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন পেনশনার সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনারদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরে নিলে আদালত সি.ডব্লিউ.পি নং ২৪৯০ এবং ৮২২২/২০২৪ আদেশে পেনশনারদের বিক্রয় করা পেনশন ১৮০টি মাসিক কিস্তির পরিবর্তে ১২৮টি মাসিক কিস্তিতে কাটার নির্দেশ দেয়। যাদের ১২৮ মাস বা তার বেশি সময় ধরে বিক্রি করা পেনশন কেটে নেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট এও জানায় যে এই আদেশ রাজ্য সরকারের পেনশনারদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তাই রাজ্যের ৫০ হাজার সরকারি পেনশনারদের স্বার্থে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

উন্নয়নের পথে

● প্রথম পাতার পর

ইম্ফল এবং আগরতলায় মাল্টিমোডাল লজিস্টিক হাব এবং মেঘালয়, মিজোরামে ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই উদ্যোগগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর-পূর্বকে 'হিল ইন ইন্ডিয়া' মিশনের অংশ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং অর্গানিক জীবনধারা, কল্যাণমুখী শিল্পের জন্য অনন্য পরিবেশ তৈরি করে।" তিনি পর্যটনের প্রসার ও হোমস্টে, যুব গাইড, ট্যুরিজম ইকোসিস্টেমে সৃষ্ট নতুন সুযোগগুলির প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ইকো-ট্যুরিজম ও সাংস্কৃতিক পর্যটনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত ১০ বছরে ১০,০০০-রও বেশি যুবক অস্ত্র ছেড়ে শান্তির পথে এসেছে।" তিনি মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, এবং ডিজিটাল ও স্টার্টআপ পরিবেশের উন্নয়নের কথা বলেন।

শিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্টে ২১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ, ৮০০-র বেশি নতুন স্কুল, প্রথম এইমস, ৯টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ২টি আইআইটি, ২০০টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের তথ্যও দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, "উত্তর-পূর্ব এখন এনার্জি ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য একটি নতুন গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে।" এই অঞ্চল থেকে তৈরি প্রথম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' চিপও শীঘ্রই বাজারে আসবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, "রাইজিং নর্থ-ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট একটি সম্মেলন নয়, এটি একটি আন্দোলন। এই অঞ্চলের প্রগতি মানেই ভারতের ভবিষ্যতের উত্থান।" তিনি শিল্পপতিদের আহ্বান জানান, অষ্টলক্ষ্মীর প্রতীক উত্তর-পূর্বকে বিকাশমান ভারতের শক্তিতে পরিণত করতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, সিকিম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীরা সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত, ২৩ ও ২৪ মে পর্যন্ত চলবে দু'দিনের এই শিখর সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো বৈশ্বিক ও দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ, এবং নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী ও স্টার্টআপদের এক মঞ্চে আনা। সামিটের অংশ হিসেবে থাকছে মন্ত্রীদের সেশন, বি২বি ও বি২জি মিটিং এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ দিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উদ্যোগের প্রদর্শনী। এখানে পর্যটন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প ও টেক্সটাইল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, শক্তি এবং খেলাধুলা ও বিনোদন ক্ষেত্রকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

জে সি লিগ : পার্থের দাপটে সুবিধাজনক জায়গায় শতদল

শতদল সংঘ - ৪১৫/৮ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস -৫৮/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনের শেষে চালকের আসনে শতদল সংঘ। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের আগে গুটিয়ে যাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের প্রথম ইনিংস। এবং সরাসরি জয়ের জন্য ছাপাবে শতদল সংঘ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথম দিন শতদল সংঘের গড়া ৪১৫ রানের জবাবে দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। শতদল সংঘ আপাতত এগিয়ে রয়েছে ৩৫৭ রানে। শতদল সংঘের পক্ষে পার্থ চন্দন ১৩৫ রানের ঝলমলেই ইনিংস উপহার দেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে শুরু থেকেই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন শতদল সঙ্ঘের ব্যাটসম্যানরা। বিপক্ষের বোলারদের অনেকটা গলির বোলারের পর্যায়ে নামিয়ে এনে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন শামসের যাদবরা। এদিন ৬৬.৪ ওভার ব্যাট করে আট উইকেট হারিয়ে ৪১৫ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শতদল সংঘ। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন পার্থ চন্দন। ঝড়ো গতিতে ব্যাট করে পার্থ নিজের শতরান করতে ভুল করেননি। পার্থ ৯৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও বারোটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩৫ রানের চোখ ঝলসানো ইনিংস উপহার দেন। এছাড়া দলের পক্ষে শামসের যাদব ১৩৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৯, অরিন্দম বর্মন ৪১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, দলনায়ক ভিকি সাহা ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডার এর সাহায্যে ৩৬, সেন্টু সরকার ৩০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, তেজস্বী জসোয়াল ২৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৪ এবং দ্বীপজয় দে ৪০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে সঞ্জয় মজুমদার ৭৪ রানে এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ৯২ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ১৯ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

দলের পক্ষে অঙ্কিত প্রতাপ সিং ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে এবং নিরুপম সেন চৌধুরী ৩৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে বাবুল দে ২৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। শতদল সঙ্গের পক্ষে পার্থ চন্দন ১৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ম্যাচ থেকে সরাসরি জয় পেলেই মরশুমে দ্বিমুকুট জয় করে নেবে বিশ্বজিৎ পালের দল শতদল সঙ্ঘ।

রাজ্য রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য সিনিয়র রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন আজ। এন এস আর সি সির যোগা হলে বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে আসরের প্রথম রাউন্ডের খেলা। এর আগে দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য, দাবা ফেডারেশনের সভাপতি নীতিন নারং, সচিব দেব পাটেল, ক্রিড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবার নবগঠিত কমিটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। উদ্বোধনী দিনে সংবর্ধনা জানানো হবে বিশিষ্ট দাবাড়ু তথা সংগঠক অপরাজিত ব্যানার্জি, মোহিত লাল আচার্জী, অঞ্জু সরকার, শিখা দাশগুপ্ত, রতন কুমার দে, সলিল দেববর্মা, রাজেশ কৃষ্ণ দেববর্মা, প্রদীপ কুমার চৌধুরী, অমৃতলাল ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সুদর্শন সাহা, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, উত্তম কুমার দত্ত এবং হরিসাধন বণিক কে। মরণোত্তর সংবর্ধনা দেওয়া হবে প্রয়াত মানস দেববর্মা, প্রবোধ রঞ্জন দত্ত, তপন জমাতিয়া এবং উমাপদ ভট্টাচার্য্যকে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ অনুরোধ করেন, যাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে তারা অবশ্যই আড়াইটার আগে রিপোর্ট করার জন্য।

পাশাপাশি যাদের মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা হবে তাদের পরিবারের সদস্যদের যাতে যথাসময়ে উপস্থিত থাকে। এদিকে ইতিমধ্যে প্রায় ৯০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে। আরও কয়েকজন দাবাড়ু আসরে অংশ নেবে বিশ্বাস রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তাদের। নবগঠিত রাজ্য দাবার সংস্থার কর্তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবারের আসরকে স্মরণীয় করে রাখার। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসরকে নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা সেরে নেওয়া হয়। সাজিয়ে তোলা হয় যোগা হল ঘরকে। প্রসঙ্গত: ২৮ মে পর্যন্ত চলবে রাজ্য দাবার আসর। ওই আসর থেকে জাতীয় আসরের জন্য বাছাই করা হবে দাবাড়ুদের। এবারের আসরের প্রাইজমানি থাকছে ৭৫ হাজার টাকা। এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক বিভাগে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

এন এস আর সি সি-তে পশ্চিম জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল (শনিবার) পশ্চিম জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ জ্জ সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র এই তিনটি বিভাগে বালক এবং বালিকা পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে ন এই জেলা ভিত্তিক আসর থেকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে আগামী মাসে। খেলোয়াররা কোনও রকম এন্টি ফি ছাড়াই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তবে প্রত্যেক খেলোয়ারকে জন্ম তারিখের বৈধ প্রমাণপত্র অরিজিনাল সঙ্গে নিয়ে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আগামীকাল বেলা ১১টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তথা রাজ্যের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান অতিথি রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী কমল দে, ত্রিপুরা বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিম জেলা বক্সিং এসোসিয়েশনের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে তা সাফল্যমন্ডিত করে তোলার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সচিব সমীর সাহা ন

ঘরোয়া সি ডিভিশন লীগ ফুটবলে সবুজে পরাজিত আমরা ক-জনা

সবুজ সংঘ - ৩ আমরা ক-জনা - ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় যেনও পিছু ছাড়ছে না আমরা ক'জনা-র। শুক্রবার সবুজ সংঘের বিরুদ্ধেও পরাজিত হলো আমরা ক'জনা। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের এদিন শুরু থেকে সবুজ সংঘকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন আমরা ক'জনার ফুটবলাররা। ম্যাচ যত এগিয়েছে ততই দমের অভাব লক্ষ্য করা যায় আমরা ক'জনার ফুটবলারদের মধ্যে। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলেন সবুজ সংঘের ফুটবলাররা। এবং ১২ মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল দিয়ে জয় নিশ্চিত করে নেয় সবুজ সংঘ। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে সবুজ সঙ্ঘকে এগিয়ে দেন বিকি দেববর্মা। বিরতির পর আক্রমণের গতি আরও বাড়ান সবুজ সংঘের ফুটবলাররা। আর তাতে আসে সাফল্য। ৫৪ মিনিটে মানিক মলশুম গোল করে ব্যবধান বাড়ান। ৬৭ মিনিটের মাথায় বিজন জমাতিয়া দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করে দেন। এরপর ম্যাচে ফেরার জন্য আমরা ক'জনার ফুটবলার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বিপক্ষের রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেননি। রেফারি সুকান্ত ধর হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের সুরজিৎ ধরকে।

ওয়াংখেড়েতে হবে তো মুম্বই-দিল্লি ম্যাচ! ধাক্কা খেতে পারে হার্দিকদের প্লে-অফের স্বপ্ন

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্লে-অফে ওঠার সুযোগ তাদের নিগ্ধেদের হাতেই রয়েছে। বুধবার ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিশ্চালসকে হারাতে পারলেই প্লে-অফ পাকা হার্দিক পাণ্ড্যদের। তবে সেই স্বপ্ন ধাক্কা খেতে পারে। ম্যাচ হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, মুম্বইয়ের আবহাওয়া। মৌসম ভবন গ্ধানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে মুম্বইয়ে। পাশাপাশি ৫০-৬০ কিলোমিশ্চার গতিবেগে ঝড়ও বইতে পারে। ওয়াংখেড়ে স্শ্চেডিয়াম আরব সাগরের পাশেই। ফলে ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব সেখানে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এ বারের আইপিএলে কয়েকশ্চি ম্যাচ বৃষ্টির গ্ধেরে ভেস্তে গিয়েছে। কলকাতা, বেঙ্গালুরুতে আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছে। বুধবার মুম্বইয়েও সেশ্চাই দেখা যেতে পারে। যদি বৃষ্টি হয় তা হলে ভেস্তে যেতে পারে খেলা। মঙ্গলবারও বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইয়ে। ফলে ওয়াংখেড়ে স্শ্চেডিয়ামে দুই দলের অনুশীলনে সমস্যা হয়েছে। রাত সাড়ে ৮শ্চা নাগাদ অনুশীলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাঠ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওয়াংখেড়ের আলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবারও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।তবে কিছুশ্চা হলেও আশার আলো রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির কথা ভেবে মঙ্গলবার থেকে আইপিএলের প্রতিশ্চি ম্যাচে বাড়তি এক ঘণ্শ্চা সময় ধরে রাখা হয়েছে। এমনিতেই যে সময়ে খেলা শেষ হওয়ার কথা তার থেকে এক ঘণ্শ্চা সময় বেশি ধরে রাখা হয়। সেশ্চা আরও এক ঘণ্শ্চা বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফাইনাল পর্যন্ত ম্যাচ শেষ করার গ্ধন্য বাড়তি দু'ঘণ্শ্চা সময় থাকবে। কিন্তু যদি খেলার ওভার কমে তা হলে দু'দলই সমস্যায় পড়তে পারে।ইতিমধ্যেই গুগ্ধরাত শ্চাইশ্চান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পঞ্জাব কিংস প্লে-অফে উঠে গিয়েছে। বাকি একশ্চি গ্ধায়গার গ্ধন্য লড়াই মুম্বই ও দিল্লির। বুধবার যদি মুম্বই-দিল্লি ম্যাচ ভেস্তে যায় তা হলেও সুযোগ থাকবে দু'দলের কাছে। তাদের আরও একশ্চি করে ম্যাচ বাকি থাকবে। তবে সে ক্ষেত্রে মুম্বইয়ের ক্ষতি। কারণ, দিল্লিকে হারাতে পারলে তাদের প্লে-অফ পাকা হয়ে যাবে। এখন দেখার, হার্দিকদের স্বপ্নে বৃষ্টি গ্ধল ঢালে কি না।

সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের ৮টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল আবারও হচ্ছে আটটি ম্যাচ। সদর আন্ত:স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে সকাল ৯ টায় শ্রী শ্রী রবি শংকর স্কুল খেলবে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন খেলবে ভবন ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে, তালতলা স্কুল মাঠে সকাল ৯টায় উমাকান্ত একাডেমী খেলবে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় বড়দোয়ালি স্কুল খেলবে বাধারঘাট স্কুলের বিরুদ্ধে, ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সকাল ৯ টায় ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খেলবে হোলিক্রস স্কুলের বিরুদ্ধে, দুপুরে ১ টায় হেনরি ডিরোজিও একাডেমি খেলবে ডঃ বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে, পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল মাঠে সকাল ৯ টায় নিউ হিন্দি স্কুল খেলবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের বিরুদ্ধে এবং দুপুর ১ টায় আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল খেলবে আনন্দনগর স্কুলের বিরুদ্ধে। ৮ দলের ক্রিকেটাররাই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। ইতিমধ্যে বড়দোয়ালি স্কুল তিন ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়ে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন, 'সি' গ্রুপে ডঃ বি আর আম্বেদকর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, 'ডি' গ্রুপে মহাত্মা গান্ধী স্কুল, 'ই' গ্রুপে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন 'এফ' গ্রুপে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, 'জি' গ্রুপে শিশু বিহার স্কুল এবং 'এইচ' গ্রুপে এসটি পলস স্কুল শীর্ষ স্থানে রয়েছে। পিছিয়ে পড়েছে গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন প্রগতি বিদ্যাভবন। প্রথম দুই ম্যাচ বৃষ্টির জন্য খেলতেই পারিনি ওই স্কুল। ফলে গ্রুপ থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে গেছে প্রগতির সামনে।

ম্যাচের কয়েক ঘণ্শ্চা আগে মাঠ বদলের দাবি দিল্লির মালিকের, বোর্ডকে অনুরোধ, 'ধারাবাহিকতা দেখান'

বুধবার রাতে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলবে দিল্লি ক্যাপিশ্চালস। তার কয়েক ঘণ্শ্চা আগে বোর্ডকে ইমেল পাঠিয়ে ম্যাচ অন্য মাঠে দেওয়ার অনুরোধ করলেন দিল্লির মালিক পার্থ গ্ধিন্দল। মুম্বইয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকার কারণেই এই অনুরোধ করেছেন। আইপিএলের প্লে-অফের দৌড়ে থাকতে গেলে বুধবারের ম্যাচ দিল্লির গ্ধন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের গ্ধিততেই হবে। কিন্তু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে সমস্যায় পড়বে তারা। সুবিধা হবে মুম্বইয়ের। তখন মুম্বইয়ের হবে ১৫ পয়েন্শ্চ। দিল্লির ১৪ পয়েন্শ্চ। রান রেশ্চে এগিয়ে থাকাও মুম্বইয়ের পক্ষে যাবে।মঙ্গলবার ভারতের আবহাওয়া দফতরের তরফে আগামী চার দিনের গ্ধন্য মুম্বইয়ে হলুদ সতর্কতা গ্ধারি করা হয়েছে। ঠিক যে ভাবে বৃষ্টির গ্ধন্য বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ ম্যাচ লখনউয়ে সরানো হয়েছে, সে ভাবেই মুম্বই-দিল্লি ম্যাচ অন্যত্র সরানোর অনুরোধ করেছেন গ্ধিন্দল।

দিল্লির মালিক লিখেছেন, "মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবত মুম্বই-দিল্লি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাবে। বেঙ্গালুরু থেকে ম্যাচ সরানোর পর বোর্ডের উচিত ধারাবাহিকতা দেখানো। লিগের স্বার্থে এই ম্যাচ অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি।"গ্ধিন্দল চিঠি লিখলেও এত কম সময়ে আইপিএলের ম্যাচ সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। দুই দলই এখন মুম্বইয়ে রয়েছে। মাঠ বদলাতে হলে ম্যাচের দিনও বদলাতে হতে পারে, যা এই মুহূর্তে অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে। একাংশের ধারণা, বোর্ডের নতুন নিয়মের সুবিধা পেতে পারে দিল্লি। তাতেও ম্যাচ না হলে বোর্ডের কিছু করার নেই।

শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুনর্গঠিত ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যপ্রণালী শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদস্য সদস্যরা শপথ গ্রহণ করলেন। এবার কাজ শুরুর পালা। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন। দীর্ঘ বছর অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার দশা কাটিয়ে আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। স্বমহিমায় পুনঃ প্রকাশ পেল ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন। আশা করা হচ্ছে এখন থেকে রাজ্যের খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে খেলাধুলার ব্যাপারে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা পাবে। রাজ্যে ক্রীড়ার মান উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে এবং প্রসার ঘটবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দিকনির্দেশ কে সামনে রেখে পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি শ্রীমতি দীপা কর্মকার, সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, রাজু দত্ত, সমীর দাস, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণপদ সরকার, হুলু পাল, কোষাধ্যক্ষ রতন কুমার দাস, কার্য্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীমতি মিনতি পাল, অজয় দত্ত, রূপক কুমার সাহা, অমিয় কুমার দাস, শান্তনু সূত্রধর শপথ গ্রহণ করেছেন। ভগৎ সিং যুব আবাসে আজ দুপুরে জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে সদস্য সদস্যাদের শপথ পাঠ করানো হয়। পাশাপাশি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ এর উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব সম্পাদনের আহ্বান রাখা হয়।

এমবিবি-তে জেসিসি স্ফুলিঙ্গের ম্যাচ প্রথম দিনে বল গড়ালো না মাঠে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে সমস্যায় জে সি সি এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। মাঠের আউট ফিল্ড ভিজে থাকায় প্রথম দিনে এক বল গড়ালো না উইকেটে। জে সি লিগ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে শুক্রবার থেকে দু দলের ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত দুদিনের প্রবল বর্ষণে মাঠের আউটফিল্ড অনেকটাই কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। যা ক্রিকেট খেলার পক্ষে অনুপযুক্ত। এম বি বি স্টেডিয়ামের কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও প্রথমদিনে মাঠ সাড়াই করে উঠতে পারেননি। ফলে আম্পায়াররা কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাননি।

প্রথম দিনে এক বলও না হওয়ায় কার্য্যত ক্ষতি হলো দুদলেরই। কারণ শতদল সংঘ চাইবে সরাসরি জয় পেতে। আর তা করতে পারলেই খেতাব বগলদাবা করে নেবে বিশ্বজিৎ পালের ছেলেরা। প্রথম দিন খেলা না হওয়ায় জে সি সি এবং স্ফুলিঙ্গ ম্যাচের ফয়সলা হওয়ার সম্ভাবনা কম বললেই চলে। ফলে শতদল সঙ্গ যদি সরাসরি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারাতে পারে তাহলে হেতাব জয় করে নেবে।

ধোনিকে হারিয়ে তাঁরই পা ছুঁয়ে প্রণাম বৈভবের, দিল্লির মাঠে সূর্যবংশীর 'গুরুদক্ষিণা'

১৪ বছরের বৈভব সূর্য্যবংশী যখন ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমেছিল তখন উইকেশ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তাতে ঘাবড়ে যায়নি বৈভব। বিশ্বক্রিকেশ্চের সেরা মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে মগগ্ধাস্ত্রের লড়াই দেখিয়েছে সে। ধোনির সব অস্ত্র ভোঁতা করে দিয়ে রাগ্ধস্থানের গ্ধয়ের ভিত তৈরি করে দিয়েছে বৈভব। তবে ম্যাচ শেষে দেখা গেল এক বিরল দৃশ্য। মাঠেই ধোনির পা ছুঁয়ে প্রণাম করল বৈভব। দিল্লির মাঠে 'গুরুদক্ষিণা' দিল সে।রাহুল দ্রাবিড় হাততালি দিচ্ছেন। চেন্নাইয়ের অভিজ্ঞ স্পিনারদের বিরুদ্ধে যে ভাবে বৈভব হাত খুলে খেলেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ধোনি খুব কাছ থেকেই সেই সব শশ্চ দেখেছেন। ১৪ বছরের কিশোরের প্রতিভা দেখেছেন তিনি। বৈভবও গ্ধানে, ধোনিকে সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই ম্যাচ শেষ হতে ধোনির পা ছুঁয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিল বৈভব। তাকে দেখে বোঝা গেল, ব্যাশ্চ হাতে ঝড় তুললেও কতশ্চা নম্র সে। ধোনিও মুগ্ধ হলেন তার ব্যবহারে। ভারতীয় ক্রিকেশ্চের 'গ্ধেন ওয়াই'-এর কাছে ধোনিই গুরু। পা ছুঁয়ে গুরুদক্ষিণা দিল বৈভব।ম্যাচ শেষে ধোনির মুখেও শোনা গেল বৈভবের কথা। বৈভবকে পরামর্শ দিলেন তিনি। বিশ্বক্রিকেশ্চে সাফল্যের গুরুমন্ত্র দিলেন। ধোনি বললেন, "ওর বয়স কম। বড় শশ্চ খেলতে পারে। সাফল্য পেলে প্রত্যাশা বাড়বে। তবে চাপ নিলে হবে না। দলের সিনিয়র এবং কোচিং স্শ্চাফদের কাছ থেকে ওকে আরও শিখতে হবে। ম্যাচের গতি প্রকৃতি বুঝতে হবে। যে সব তরুণ খেলোয়াড়েরা ভাল খেলছে, তাদের এশ্চাই বলব। এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।"ধোনির কথা থেকে স্পষ্ট, বৈভবকে মাশ্চিতে পা রেখে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কারণ, এই ১৪ বছর বয়সেই তারকা হয়ে গিয়েছে বৈভব। নিগ্ধের প্রথম আইপিএলেই শতরান করেছে। বৈভব বুঝিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে ভারতের হয়ে খেলার সব প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু শুরুতেই এই প্রত্যাশার চাপ অনেক সময় ক্রিকেশ্চারের ক্ষতিও করতে পারে। সেশ্চা যাতে না হয়, ভারত যাতে আরও এক তারকা পায়, সেই পরমার্শই দিয়েছেন ধোনি। বৈভব নিগ্ধেও নিশ্চয় ধোনির কথা শুনেছে। বুঝেছে, আগামী দিনে কী করতে হবে তাকে।এ বারের আইপিএলে শুরুর ম্যাচগুলিতে প্রথম থেকে চালিয়ে খেলার চেষ্টা করত বৈভব। প্রতি বলে ছক্কা মারতে যেত। সেশ্চা করতে গিয়ে অনেক সময় আউশ্চও হতে হত। সেখান থেকে যে বৈভব শিক্ষা নিয়েছে তা এই ম্যাচে দেখা গিয়েছে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম বল থেকে মারার চেষ্টা করেনি বৈভব। পিচে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছে। বুঝে নিতে চেয়েছে ২২ গগ্ধের চরিত্র। প্রথম ১০ বলে ১২ রান করার পর হাত খুলেছে। আক্রমণের গ্ধন্য বেছে নিয়েছে ধোনির প্রধান তিন বোলিং অস্ত্র রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র গ্ধাডেগ্ধা এবং নুর আহমেদকে।যেন ধোনির ক্রিকেশ্চ মস্তিষ্কের পরীক্ষা নিয়েছে বৈভব। অশ্বিন, গ্ধাডেগ্ধাদের অভিজ্ঞতাও তাকে বাগে আনতে পারেনি। বৈভবের দাপশ্চে একশ্চা সময় ধোনিকেও খানিকশ্চা দিশাহারা দেখাচ্ছিল। ধোনির সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে। দলকে গ্ধিতিয়েছে। তবে সেই ইনিংসের পরে সে যা করেছে তাতে ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে তার প্রতি সম্মান ও ভালবাসা যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

নিগ্ধের প্রথম বিশ্বকাপেই রুপো আদ্রিয়ানের, গ্ধয়দীপ-পুত্রের হাত ধরে প্রথম পদক এল ভারতে

নিগ্ধের প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছেন আদ্রিয়ান কর্মকার। প্রথম দিনই নগ্ধর কাড়লেন তিনি। রুপো গ্ধিতলেন আদ্রিয়ান। বাঙালি অলিম্পিয়ান গ্ধয়দীপ কর্মকারের পুত্রের হাত ধরে প্রথম পদক এল ভারতে। শুধু পদক গ্ধেতা নয়, গ্ধুনিয়র গ্ধাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন আদ্রিয়ান।মঙ্গলবার গ্ধার্মানিতে গ্ধুনিয়র শুশ্চিং বিশ্বকাপে ৫০ মিশ্চার রাইফেল প্রোন ইভেন্শ্চে নেমেছিলেন আদ্রিয়ান। ৬০শ্চি শশ্চের পরে তিনি স্কোর করেন ৬২৬.৭ পয়েন্শ্চ। মাত্র ০.৩ পয়েন্শ্চের গ্ধন্য সোনা হাতছাড়া হয় তাঁর। সোনা গ্ধেতেন সুইডেনের গ্ধেসপার গ্ধোহানসন। তিনি স্কোর করেন ৬২৭ পয়েন্শ্চ। ৬২৪.৬ পয়েন্শ্চ স্কোর করে ব্রোঞ্জ গ্ধেতেন আমেরিকার গ্রিফিন লেক।শুরু থেকে ভালই পয়েন্শ্চ স্কোর করছিলেন আদ্রিয়ান। গড়ে ১০.৫ পয়েন্শ্চ স্কোর করছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ শশ্চশ্চি একশ্চু খারাপ হয়। সেই শশ্চে ১০.০ পয়েন্শ্চ স্কোর করেন তিনি। একশ্চি শশ্চেই সোনা হাতছাড়া হয় তাঁর। যদি শেষ শশ্চে আদ্রিয়ান ১০.৪ পয়েন্শ্চ স্কোর করতে পারতেন তা হলে সোনা গ্ধিততেন তিনি। সোনা গ্ধেতার আরও একশ্চি সুযোগ পাবেন আদ্রিয়ান। বৃহস্পতিবার ৫০ মিশ্চার রাইফেল থ্রি পগ্ধিশনসে নামবেন তিনি। সেশ্চাই আদ্রিয়ানের পছন্দের ইভেন্শ্চ। শুরুতে পদক গ্ধিতে যাওয়ায় আত্মবিশ্বাসও বেশি থাকবে তাঁর। এশ্চিই আদ্রিয়ানের প্রথম বিশ্বকাপ।

এর আগে তিনি ভারতের হয়ে গ্ধুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছেন। কিন্তু সেখানে কোনও পদক পাননি। যদিও গ্ধুনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ও ওয়ার্ল ইউনিভার্সিশ্চি প্রতিযোগিতায় দলগত সোনা গ্ধিতেছেন গ্ধয়দীপের পুত্র। পিতা গ্ধয়দীপ ভারতীয় শুশ্চিংয়ে পরিচিত নাম। বাঙালি শুশ্চার অলিম্পিক্সে খেলেছেন। পরে কোচিং ও প্রশাসনেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। পুত্রের সাফল্যে স্বভাবতই খুশি তিনি। আনন্দবাগ্ধার ডশ্চ কম-কে গ্ধয়দীপ বললেন, "ছেলে প্রথম বিশ্বকাপে গিয়ে পদক পেয়েছে বলে বাবা হিসাবে গর্ব হচ্ছে। প্রথম বিশ্বকাপে পদক পাওয়া সহগ্ধ নয়। বিশেষ করে এই ইভেন্শ্চে পদক গ্ধেতা কঠিন। গ্ধুনিয়র বিশ্বকাপে ভারত ভাল করলেও এই ইভেন্শ্চে ভারতের রেকর্ড ভাল নয়।" পুরনো দিনের কথাও মনে পড়ছে গ্ধয়দীপের। তিনি বললেন, "১৫ বছর আগে সিডনিতে সিনিয়র বিশ্বকাপে প্রথম ভারতীয় হিসাবে রুপো পেয়েছিলাম। সেশ্চা ছিল গ্ধাতীয় ও এশীয় রেকর্ড। ১৫ বছর পরে সেই ইভেন্শ্চেই আমার ছেলে পদক গ্ধিতল। তবে ওকে বলব, বাবাকে তো শ্চপকাতে পারলি না। সোনা তো পেলি না। তা হলে খিদেশ্চা থাকবে।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ৫জি প্রযুক্তি প্রবৃদ্ধি উদ্ভাবন এবং সমৃদ্ধির পথপ্রদর্শক: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং ইলেক্ট্রনিক্স এ্যান্ড আইটি মন্ত্রকের সহায়তায় আয়োজিত " আইটি ফর অষ্টলক্ষ্মী: বিয়ন্ড দ্যা বিটস এ্যান্ড বাইটস, ইনটু এআই এ্যান্ড ফাইভ জি " শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাম "অষ্টলক্ষ্মী" দিয়েছেন। নতুন দিল্লিস্থিত ভারত মন্ডপমে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় তিনি বলেন, এই রাজ্যগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ। এগুলি সত্যিই মা লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি, যিনি ধন, জ্ঞান, শক্তি ও সমৃদ্ধির বহুমুখী আশীর্বাদের প্রতীক।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ৫ও প্রযুক্তি যেখানে তথ্য দ্রুত ও কম জ্ৰথঙ্কত্ৰদ্ৰত্বা-তে পাঠাতে সক্ষম সেখানে ঙ্জ উন্নত ঞ্জঙ্কস্থ্ব ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম সহজতর করে, যার ফলে গতি, দক্ষতা ও ব্যয় সাশ্রয় হয়। তাই ৫ও এবং ঙ্জ পরস্পরের জন্য পরিপূরক। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ৫ও ও ঙ্জ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধির পথ উন্মোচন করতে পারব। ৫ও প্রযুক্তি শুধু মোবাইল নেটওয়ার্কের উন্নতি নয়, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যম। প্রতি সেকেন্ডে ১০ ওঙ্কঞ্ছ ডেটা পাঠানোর ক্ষমতা এবং ১ মিলিসেকেন্ডেরও কম জ্ৰথঙ্কত্ৰদ্ৰত্বা সহ, ৫ও প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ লাখ ডিভাইস সংযুক্ত করতে পারে, যা আমাদের অঞ্চলের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। ঙ্জ ও ৫ও কৃষি, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। সঠিক কৃষির জন্য ঙ্জ ভিত্তিক আবহাওয়ার সতর্কতা ও আই.ও.টি. সংযুক্ত মাটির সেন্সর ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। সংস্কৃতি ও সৃজনশীল অর্থনীতিতে ৫ও প্রযুক্তি শিল্পীদের তাদের পণ্য ভার্চুয়াল ছন্থদ্রব্ৰন্দ্রদ্রন্থ ও ৩ঙ্গ মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে পারে। এছাড়াও, ৫ও সমর্থিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে যা শিখন ফলাফল উন্নত করতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্যসেবায়, ঙ্জ ভিত্তিক টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম রিয়েল-টাইমে রোগীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা, মেডিকেল ইতিহাস এবং রেডিওলজি স্ক্যান বিশ্লেষণ করতে পারে, যা নির্ভুল প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। এর ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এক নতুন যুগে প্রবেশ করে সবার জন্য উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরা ৫ও প্রযুক্তি চালুর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যেখানে রাজ্যের সমস্ত শহর এবং ৫৮৩টি গ্রাম ইতোমধ্যেই সংযুক্ত রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইনফরমেশনন্টত্রত্বদ্ভ্রনদ্রাত্ত্বঞ্জদ্রনুত্বা ২০২২ এবং ঙ্গথঙ্কথ ঞ্ত্রদ্রঙ্কত্র ঞ্জদ্রনুত্বা ২০২১।

সরকার ডাটা সেন্টার স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে একটি এয়ারটেলকে দেওয়া হয়েছে, যা সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য আগরতলায় স্থাপিত হবে। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার জাতীয় ই-গভর্নেন্স বিভাগ এবং ভারতের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'সুশাসনের জন্য ঙ্জ: স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও প্রভাব বৃদ্ধি' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই কর্মশালা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশাল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া সেবার মানোন্নয়ন, যেখানে ঙ্গ-চালিত ঞ্থস্থঙ্কত্নদ্রঙ্কনাগরিকদের দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সরকারি পরিষেবা প্রদান করতে পারে। স্বচ্ছতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, যেখানে ঙ্জ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়মিত কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্পদ সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও উল্লেখ করেন ত্রিপুরা রাজ্যে পেপারলেস প্রশাসন চালু করা হয়েছে। যার ফলে ফাইল নিষ্পত্তির সময় ৯ দিন থেকে কমিয়ে ৩ দিনে আনা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালুর ফলে প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হচ্ছে। এই ডিজিটাল রূপান্তর প্রশাসনের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করেছে। তিনি বলেন, আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যে প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধি আনতে ঙ্জ ও ৫ও প্রযুক্তি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্দিষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়ন, ছদ্রন্থত্র হ্রদ্রত্বদ্রন্দ্র স্থঙ্কথন ঞ্জনথঙ্কদ্রন্দ্ব চালু করা যা ডিজিটাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবাগুলির সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করবে, বিভাগভিত্তিক ঙ্জ পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়ানো, যুব সমাজকে ভবিষ্যতের দক্ষতায় প্রস্তুত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এমন এক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি যেখানে ঙ্জ এবং ৫ও প্রযুক্তি প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং সমৃদ্ধির পথপ্রদর্শক হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের জন্য সকল বিনিয়োগকারী, শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি (গ্রামীণ উন্নয়ন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী), মুখ্যসচিব, বিভিন্ন বিনিয়োগকারী, শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাত দফা দাবিতে ডিজিপির নিকট ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৩ মে: আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত, নেশার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন, যান দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ সহ ৭ দফা দাবিতে সরব হয়েছে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ। আজ বাম যুব সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল পুলিশ মহানির্দেশকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিওয়াইএফআই-র রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, রাজ্যের জনগণ নিরাপত্তাহীন ভুগছেন। প্রতিনিয়ত রাজ্যে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। জনগণের আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাছাড়া, নেশার করাল গ্রাস থেকে রাজ্যের যুবসমাজকে রক্ষা করা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সরকার। তাই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা, চুরি ছিনতাই বন্ধ করা, পাশাপাশি জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, নেশার করাল গ্রাস থেকে রাজ্যের যুবসমাজকে রক্ষা করা, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি করা সহ বেশ কয়েকটি দাবীতে আজ রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে দেখা করেছেন তিনি।

দুটি গাড়ির সংঘর্ষে চালকের মৃত্যু

আগরতলা, ২৩ মে : দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালকের। ওই ঘটনায় খোয়াই বাচাইবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আগরতলা থেকে শিলচর যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এনএল০১এসি গাড়িটি। সেই সময় ধর্মনগর থেকে আগরতলা আসার পথে টি আর ০৫সি১৫১০ মালগাড়িটি রাস্তায় দাড় করা অবস্থায় ছিল। তখন সময় শিলচর যাওয়ার গাড়িটি রাস্তার ধার করানো গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে এলাকাবাসী দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনী তাদেরকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন গাড়ির ড্রাইভার ইসমাইল মিয়া(৪১) মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাম্প অপারেটরের চাকুরী কেলেঙ্কারির অভিযোগে বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসী

আগরতলা, ২৩ মে : পাম্প অপারেটরের চাকুরী কেলেঙ্কারির অভিযোগে পাম্পের দরজায় অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা ঝুলিয়ে দিলো গ্রামবাসী। ওই ঘটনায় কমলাসাগর বিধানসভার ২৬ কার্ড এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস পূর্বে ২৬ কার্ড খামারের ভিতর একটি জলের পাম্প বসানো হয়। যথারীতি এলাকার বিধায়িকা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ নেতৃত্বরা আলোচনাক্রমে এবং রেজুলেশন লেখা হয়েছিল চার নম্বর ওয়ার্ড থেকে একজন বেকার যুবককে সেখানে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু আচমকা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে অমরেশ সরকারকে সেই চাকরি দিয়ে দেয়। এরই প্রেক্ষিতে জনগণ আন্দোলনে নামেন তাঁরা।

নির্দেশিকা জারি

মোবাইল নিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না ঃ কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। ভোটারদের সুবিধার্থে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে মোবাইল ফোন জমা দেওয়ার ব্যাপারেও কমিশন দু"টি নির্দেশ জারি করেছে। আজকাল শহর ও গ্রামীণ এলাকা উভয় ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোনের সর্বত্র ব্যবহার এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বিশেষ করে বরিষ্ঠ নাগরিক, মহিলা ও দিব্যাঙ্গজনদের মোবাইল ফোন নিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার নিরিখে নির্বাচন কমিশন এই নতুন নির্দেশ জারি করেছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ এবং নির্বাচন পরিচালন বিধি ১৯৬১-এর সংশ্লিষ্ট ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের বাইরেই তাদের মোবাইল ফোন জমা রাখতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে সুইচ অফ করে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া যাবে। ভোটকেন্দ্রে ঢোকার মুখে ছোট বাক্স বা পাটের ব্যাগ দেওয়া থাকবে। এতে এই ফোন জমা রাখা যাবে। মোবাইল ফোন নিয়ে ভোটার ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেননা। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে রিটার্নিং অফিসার এই নিয়ম শিথিল করতে পারবেন। কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১-এর ৪৯ এম রুল অনুসারে ভোটকেন্দ্রে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি কিন্তু কঠোরভাবে মানা হবে।

ভোটের দিন ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া সহজ করতে নির্বাচন কমিশন প্রচারের অনুমোদিত নিয়মাবলী নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্বিন্যস্ত করেছে, যা ভোটকেন্দ্রের প্রবেশদ্বার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে ভোটের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন প্রচারসজ্জা রাখা যাবেনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে বুথ স্থাপন করা হয় সেখান থেকে তারা চাইলে যেসব ভোটার নির্বাচন কমিশনের জারি করা ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভিআইএস) নিয়ে আসেননি তাদের বেসরকারিভাবে আইডেন্টিটি স্লিপ দিতে পারবেন। তবে এই সমস্ত বুথ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের বাইরে স্থাপন করতে হবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনার ডা. সুখবীর সিং সন্ধু ও ডা. বিবেক যোশি উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমস্ত আইনী ব্যবস্থাপনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বজায় রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ ত্রিপুরায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস নোট জারি করে এসংবাদ জানানো হয়েছে।

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে দপ্তরের কার্যালয়ে আজ দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্যে দুধ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি উৎপাদনে স্বয়ম্বরতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এসব ক্ষেত্রে রাজ্য এখনো স্বয়ম্বর হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বহি:রাষ্ট্র থেকে আমদানি করতে হয়।

আমদানি করার ফলে রাজ্যের প্রচুর টাকা বহি:রাজ্যে ও বহি:রাষ্ট্রে চলে যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনি রাজ্যের টাকা অন্য রাজ্যে বা অন্য দেশে চলে যাবে না। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর। দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকেই মন্ত্রী সুধাংশু দাস সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যদের পরামর্শ দিয়ে আসেন। তিন মাস পর পর্যালোচনা বৈঠক করে বিগত দিনগুলির গৃহীত প্রকল্প কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাতে কি ঘাটতি রয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা হয়। পাশাপাশি পরবর্তী তিন মাসের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বৈষ্ণবপুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, ভেঙে পড়লো লোহার ব্রিজ, অল্পেতে রক্ষা পেল পথচারীরা

আগরতলা, ২৩ মে : ঠিকাদারী সংস্থার সাথে কাজে নিযুক্ত লরির চালকদের নির্বুদ্ধিতার কারণে চরম দুর্ভোগে বৈষ্ণবপুরবাসী। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলা সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত বৈষ্ণবপুর এডিসি ভিলেজ এলাকায় শুক্রবার সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা অল্পেতে রক্ষা পেল পথচারীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে আনুমানিক ছয়টার সময় বৈষ্ণবপুর মংসাইমগ পাড়ার নিকটবর্তী একটি ১৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন লোহার ব্রিজে ওভারলোডেড একটি পাথর বোঝাই ট্রাক উঠতেই মুহূর্তের মধ্যেই ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ট্রাকটি সীমান্ত এলাকায় কাটাতারের কাজের জন্য পাথর বহন করছিল। তবে ব্রিজটির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ওজন ছিল ওই গাড়িতে। যা দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আরও জানা গিয়েছে, আজ ছিল বৈষ্ণবপুরের হাটবার। ফলে সকাল থেকেই ঐ ব্রিজের উপর দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করছিলেন। দুর্ঘটনার সময় ব্রিজের উপর কয়েকজন পথচারী থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে কেউ গুরুতরভাবে আহত হননি। অল্পের জন্য বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকার মানুষ। এই ঘটনার ফলে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে বৈষ্ণবপুর হাটের কার্যক্রম।

পাশাপাশি, বিকল্প সড়ক না থাকায় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের জন্য বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রিজটির রক্ষণাবেক্ষণে নজর দেয়নি প্রশাসন। তাদের দাবি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে চাই আরও শক্তপোক্ত অবকাঠামো এবং নিয়ম মেনে ভার বহনের ব্যবস্থা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফে উদ্ধার ও পরবর্তী পদক্ষেপে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই সাব্রুমে বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ করছে শ্রমিকরা

আগরতলা, ২৩ মে: বিদ্যুৎ লাইন তৈরীতে শ্রমিকদের দিয়ে কোনোরকম সুরক্ষাসামগ্রী ছাড়া কাজ করানো হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিকরা। তাতে, যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাব্রুম মহকুমার জলেফা থেকে সোনাই বাজার যাওয়ার রাস্তায় নতুন যে বিদ্যুতের লাইন তৈরি করার কাজ করা হচ্ছে সেই বিদ্যুতের লাইনের কাজ করার জন্য কোনরকম সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই শ্রমিকরা কাজ করছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকরা উঁচু উঁচু বিদ্যুতের খুঁটিতে কোনরকম বেল্ট ও হেলমেট এবং কোন রকম সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়া কাজ করে চলছে পাওয়ার গ্রিট নামক কোম্পানি। শ্রমিকদের দিয়ে কোনোরকম সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়া এভাবে কাজ করাতে গিয়ে যে কোন সময় খুঁটির উপর থেকে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে শ্রমিকদের।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে জানা যায়, তারা যত জন শ্রমিক রয়েছে সেই পরিমাণ সুরক্ষা সামগ্রী নেই যার ফলে তারা কোনরকম সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও দেখা যায় এ কাজ চলাকালীন অবস্থায় কোন রকম সরকারি আধিকারিকদের সেখানে দেখা মিলেনি কাজের স্থানে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের সভাপতিত্বে গত বছরের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে:পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে গতকাল ইউএনডিপি কনসালটেন্ট এর উপস্থিতিতে পশ্চিম জেলায় গতবছরের আগস্ট মাসের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার। সভায় ইউএনডিপি কনসালটেন্ট সায়ন রায় রাজ্যে গত বছরের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পাচারকালে গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক করেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৩ মে : পাচারকালে গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক করেন এলাকাবাসী। পরবর্তী সময়ে গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং গাড়ির চালক এবং সহ চালককে মারধর করেন এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় গতকাল রাতে কৈলাসহর ধনবিলাস তেরাপাশা এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শুক্রবার দুপুর বেলা উক্ত বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, যে বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা টিআর০২এইচ১৯১১ নম্বরের একটি গাড়ি ৫টি গরু নিয়ে ফটিকরায়ের দিক থেকে কৈলাসহরের উদ্দেশ্যে আসছিল, ধনবিলাস তেরাপাশা এলাকায় আসার পর গাড়িটিকে স্থানীয়রা আটক করে এবং গাড়িতে ভাঙচুর চালায় পাশাপাশি গাড়িতে থাকা গাড়ির চালক এবং সহ চালক যথাক্রমে নির্মল পাল এবং দিলওয়ার হোসেনকে মারধুর করে এলাকাবাসী। যার ফলে ওরা আহত হয় বর্তমানে ওরা কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওদের বাড়ি ফটিকরায় থানার অধীনে।

পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে কৈলাসহর থানার পুলিশ ছুটে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে পাশাপাশি নির্মল পাল এবং দিলওয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, যদিও সেই গরুগুলির প্রকৃত মালিক বলে এখন পর্যন্ত কেউ দাবি করেনি যার কারণে কৈলাসহর থানার পুলিশ সেই গরুগুলিকে গুরকনাথ গোশালায় প্রেরণ করেছে, পাশাপাশি সেই গাড়িটিকে ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ বর্তমানে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে উক্ত গাড়িটি।

সম্ভবত সেই গরুগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল ওরা বলে অনেকের ধারণা তবে যাই হোক এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে: অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মে: রাজ্যে প্রথমবারের মত বিশ্ব কচ্ছপ দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ উদয়পুর মাতাবাড়ির ধন্যমাণিক্য মুক্তমঞ্চে বিশ্ব কচ্ছপ দিবসের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রতিবছর ২৩ মে বিশ্ব কচ্ছপ দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব কচ্ছপ দিবস কেবল কচ্ছপের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়, বরং আমরা তাদের আবাসস্থলকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার প্রথমবারের মত বিশ্ব কচ্ছপ দিবস পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, মানব সমাজকে রক্ষা করতে হলে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে।

আর বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখিকে সংরক্ষণ ও রক্ষা করতে হবে। কচ্ছপের প্রজনন বৃদ্ধির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মুখ্য বন সংরক্ষক আর কে সামল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, গোমতী জেলার বন আধিকারিক এইচ বি গনেশ, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও অরিজিৎ পাল প্রমুখ।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মিট দ্য সায়েন্টিস্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে: মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিক্স টিচার (আই.এ.পি.টি.)-এর সহায়তায় আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রথম প্রেক্ষাগৃহে মিট দ্য সায়েন্টিস্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কানপুর আইআইটি-র পদার্থবিদ্যার স্বনামধন্য অধ্যাপক পদ্মশ্রী হরিশ চন্দ্র ভার্মা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক পদ্মশ্রী হরিশ চন্দ্র ভার্মা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে পড়াশুনার মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে বিকশিত করতে হবে। নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ নিজেদেরই করতে হবে। তখনই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সহজে শিক্ষালাভ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন.সি. শর্মা বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানের ভাবনা হলো প্রকৃতির গোপনীয়তা উন্মোচিত করে পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমে এক আনন্দময় যাত্রার সূচনা করা। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনে উৎসাহ ও জানার ইচ্ছা জাগ্রত করতে হবে। এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের উজ্জ্বল ও সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে পারবে এবং ত্রিপুরাকে উন্নত রাজ্যে পরিণত করতে পারবে। ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য রাজ্য সরকার অবিরত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যের ৬০ জন বাছাই করা পদার্থবিদ্যার শিক্ষকদের নিয়ে এস.সি.ই.আর.টি. ভবনে ৭দিনের কর্মশালা চলছে। এই কর্মশালায় কানপুর আইআই.টি.-র অধ্যাপক তথা পদ্মশ্রী হরিশ চন্দ্র ভার্মা পদার্থ বিজ্ঞান পড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যাতে ছাত্রছাত্রীদের পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সহজভাবে শেখানো যায়। পরবর্তী সময়ে এই ৬০ জন শিক্ষক রাজ্যের অন্যান্য পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই উপকৃত হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে অধ্যাপক পদ্মশ্রী হরিশ চন্দ্র ভার্মা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সহজ ও সরল উপস্থাপনা রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের উপঅধিকর্তা প্রদীপ কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

টিএমসিতে সাত দিনের শিশুর সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এক নবজাতক শিশুকে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন ডঃ অনিরুদ্ধ বসাক। রাজধানীর টিএমসি হাসপাতালে এই সফল অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন হয়েছে।

জানা যায়, গত ১০ ই মে রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে সিজারিয়ানের মাধ্যমে রানী খামারের মধুপুর এলাকার বাসিন্দা দেবশ্রী সূত্রধর এবং রিপন সূত্রধরের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর থেকেই শিশুটি অনবরত পিত্তি বমি করতে থাকে। বাচ্চাটিকে আইজিএম হাসপাতালে আইসিইউ ভর্তি করা হয়।

পরবর্তী সময় পাঁচ দিন বয়সের বাচ্চাদেরকে আইজিএম হাসপাতাল থেকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ অনিরুদ্ধ বসাকের কাছে রেফার করা হয়। চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক শিশুটির সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পান জন্মগতভাবেই শিশুটির সকল নাড়িভুঁড়ি উলটপালট হয়ে আছে। যাকে চিকিৎসার ভাষায় "ইন্টেস্টিনেল ম্যালরটেশন বলা হয়।

পরবর্তীতে বাচ্চাটির বয়স যখন ৭ দিন অর্থাৎ ১৬মে প্রায় ২ ঘণ্টার এক জটিল অস্ত্রপচার করা হয়। চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাকের নেতৃত্বে এই অস্ত্রোপচার সফল হয়। বর্তমানে বাচ্চাটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে বাড়ি যেতে দেওয়া হবে। চিকিৎসকের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি শিশুর পরিবার পরিজনেরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas